আত্মদহন

সাদ্দাম হোসাইন
মাহমুদ হাফিজ

অনন্য
প্রকাশন

আত্মদহন	সাদ্দাম হোসাইন এবং মাহমুদ হাফিজ
প্রথম প্রকাশ	অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০
©	কবি
প্রচ্ছদ	**চারু পিন্টু**
প্রকাশক	পলক রায় অনন্য প্রকাশন ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ শাখা : বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও-৫১০০ ০১৭৭৩২২২৯৩৬
কম্পোজ	আল-আমিন কম্পিউটার্স
বর্ণবিন্যাস	এম. এন. কম্পিউটার ডিজাইন ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ	আল-ফয়সাল প্রিন্টার্স শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০
বাঁধাই	সাইফুল বুক বাইন্ডার্স শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক	নব সাহিত্য প্রকাশনী
অনলাইন পরিবেশক	Rokomari.com, Daraz.com
মূল্য	**২০০ টাকা মাত্র**
Chabi	Atmodohon By Saddam Hossain & Mahomud Hafiz Price: BD tk 200 US $ 5 Cover design: Charu Pintu 38, Banglabazar, Dhaka-1100 Branch: Baliadangi, Thakurgaon-5100 Email: anannyprokashon31@gmail.com ISBN 978-984-94493-5-4

উৎসর্গ

(১) আহসান হাবীব (যুক্তরাজ্য)
(২) জুনায়েদ আহমেদ (দুবাই)
(৩) স্বস্রোত অগ্নিবীণা(বাংলাদেশ)
(৪) আর্য সারথী(বাংলাদেশ)
(৫) মোহন গুলজার (নরওয়ে)
(৬) মিথুন (ইউএসএ)
(৭) ইমরান হোসেন (কানন)

গৌরচন্দ্রিকা

বেজে উঠলো কি সময়ের ঘড়ি?
এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি,
আমরা সবাই যে যার প্রহরী
উঠুক ডাক ;
(ঘুম নেই। বিদ্রোহের গান : সুকান্ত ভট্টাচার্য)

বইয়ের ভূমিকা লেখার সময় না চাইতেই যেন কলমের মুখ দিয়ে আপনিই কালি বের হয়ে লাইনগুলো লিখে ফেলল। "ভূমিকা" ব্যাপারটা এমন জিনিস যা দেখে বই সম্পর্কে পড়বার আগ্রহ তৈরি হয়। বলতে গেলে পাঠকের সাথে বইয়ের প্রাথমিক আলাপ হল ভূমিকা। কি দিয়ে এই আলাপ শুরু করা যায় তা নিয়ে ভাবতেই কবি সুকান্তের এই কালজয়ী কথাগুলো চলে এল। কালি, কলম, মন লেখে তিনজন এরকম একটা প্রবাদ চালু আছে এর যথার্থতা আজ টের পেলাম। কবি সুকান্তের লাইনগুলো আজ নতুন করে আমার মন, কলম ও কালি লিখে দিল। আমাদের বই সম্পর্কে এর চেয়ে ভাল পরিচয় হয়ত আর হয় না। কবি সুকান্তের লাইনগুলো যে প্রবল প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশক আমরা সেই চেতনাকে ধারণ করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি আমাদের বইটায়। আমাদের কবিতার মধ্যেই অনুভব করাতে চেয়েছি কঠিন কঠোর গদ্যের আঘাত । যে জগতে আমরা বাস করছি তাতে শান্তিতে দুই দণ্ড ঘুমানোর ফুসরৎ নেই। এই অশান্তির মধ্যে জেগে থাকাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো দরকার। কাজে লাগানোর ফলাফল হল এই বিপ্লবী সৃষ্টিকর্ম। এতদিনে আমাদের বোঝা বয়ে গেছে বিপ্লব ছাড়া বিকল্প উপায় নেই। যে যেই অবস্থানে থাকি না কেন বিপ্লবী চেতনার বিকাশেই কাজ করতে হবে। আমাদের প্রতিটি কাজ স্বাক্ষী দেবে : ইতিহাসের অনিবার্য রায় হল বিপ্লব।

চারিদিকে যে পাশবিকতা, প্রতারণা ও মিথ্যাচার চলছে তার বিরুদ্ধে সুকঠিন প্রতিবাদের মলাটবদ্ধ রূপ হল "আত্মদহন"। মাহমুদ হাফিজ ও আমার প্রতিবাদী কলম থেকে বের হওয়া কালির স্রোতের সঙ্গমস্থল হল "আত্মদহন"। সামাজিক প্রথা, ধর্ম ও রাজনীতিকে দুর্ব্যবহার করে যে জালেমের হুকুমত আছে তাকে উচ্ছেদ করার আদর্শিক জায়গা থেকে আমাদের লেখালেখি সহ অন্যান্য তৎপরতা শুরু। বহুদিন ধরে এই চর্চা জারি আছে ; এতটা ঢাকঢোল পিটিয়ে হয়ত নয়। ঢাকঢোল যে যৎসামান্যও বাজাইনি তা বললে মিথ্যা বলা হয়। জুলুমের বিরুদ্ধে ঢোল কেন যুদ্ধের বজ্রনিনাদও বাজাতে পারি এবং অবশ্যই বাজাবো। তাই এবার পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করছি বই লিখে। অন্যায়ের আগুনের প্রতিটি প্রতিটি ফুলকি যেন আমাদের কাছে বিশাল দাবানল স্বরূপ ; যাতে

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পুড়ছে আর আমরাও পুড়ছি। সেই দহনের জায়গা থেকেই আমাদের যৌথ প্রয়াস " আত্মদহন "।

ধর্ম মানুষের কল্যাণের কথা বলে এবং প্রতিটি ধর্মের শুরুটা মানুষের মুক্তির লড়াই দিয়েই। কিন্তু কালের নিয়মে শোষিতের প্রতিবাদরূপী ধর্মকে গ্রাস করে শোষকেরা। তারপর থেকে ধর্মের সর্বেসর্বা তারাই। ছলে-বলে-কৌশলে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিনিধিদেরই বসিয়ে দেওয়া হয় খোদার সাথে মানুষের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে, যদিও এই মধ্যস্থতাকারীর কি দরকার ধর্মে তাই লাখ টাকার প্রশ্ন। প্রশ্ন যাই হোক উত্তর একটাই, নীতি-অনীতি-দুর্নীতি শাসক ও তার প্রতিনিধিদের অঙ্গুলী হেলনের উপরই নির্ভরশীল। তাদের ইচ্ছাই ধর্ম, অনিচ্ছাই অধর্ম। এই অনাচার আর কতদিন? ধর্ম ধর্মের জায়গায় থাকুক, গায়ের জোরে কেউ তাকে উচ্ছেদ করতে যাচ্ছেনা, যাবেনা। কিন্তু এই ধর্মের দালালদের উচ্ছেদ করা ছাড়া মানুষের বিন্দুমাত্র কল্যাণ সম্ভব নয়। এই ব্যাপারটা প্রবলভাবে আমাদের লেখায় প্রকাশিত হয়েছে।

রাজনীতির ব্যাপারটা আমরা এড়িয়ে যাইনি। রাজনীতির বাইরে কিছুই নেই। যারা বলে আমি রাজনীতির সাথে যুক্ত নই তাদের এই ভুল যত দ্রুত ভাঙবে তত দ্রুতই সমাজের মঙ্গল। সচিবালয়ের ঠাণ্ডা ঘরের চেয়ার থেকে শুরু করে পাড়ার মোড়ের পান-সিগারেটের দোকানে থাকা টুল পর্যন্ত রাজনীতিরই অংশ। ঠাণ্ডা ঘরে বসে দামী ব্র্যাণ্ডের মদ খাওয়া আর এদিক-ওদিক বসে বাংলা মদ খাওয়ার মধ্যে বহু প্রকারের তফাৎ থাকলেও দুটোই রাজনীতির অংশ। রাজনীতি বোঝা ছাড়া কারও মুক্তি নেই। বর্তমানে গণতন্ত্রের নামে যে গনলুটতন্ত্র চলছে সে কথা যদি কারো মাথায় না ঢোকে তাহলে তার কল্যাণ কি করে করা যাবে? এই গণলুটতন্ত্র বা গণহারে লুটের তন্ত্র রুখতে পারলেই মানুষের আসল মঙ্গল। তাই আমাদের লেখায় বহুবার এই গণলুটতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা আছে।

আমাদের এই প্রয়াস জনগণের ঘুম ভাঙানোর প্রয়াস। যারা জেগে থেকে ঘুমায় তাদের ঘুম ভাঙানোর কিছুটা শক্ত কিন্তু অসম্ভব নয়।আমাদের কবিতাগুলো ঘুম ভাঙানোর কবিতা আকারে পড়লে খুব ভাল হয় এবং আমাদের কষ্ট সার্থকতা পায়। পরিশেষে, আমাদের পাশে যারা ছিলেন ও আছেন সেই বন্ধুদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই ।

-সাদ্দাম হোসাইন।

সাদ্দাম হোসাইন

কবিতা	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	কবিতা
মনুষ্যত্ব	০৯	২৬	জলাঞ্জলি
ঈশ্বরের পূণ্যতা	১০	২৭	বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
গাত্রদাহ	১১	২৮	ভিখারি
ক্ষুধার্ত অন্তর্যামী	১২	২৯	কলঙ্কময়
মূর্খ মানুষ	১৩	৩০	প্রত্যাবর্তন
প্রশ্নবিদ্ধ বাংলাদেশ	১৪	৩১	প্রশংসা
রুখে দাঁড়াও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে	১৫	৩২	আমি একবিংশ শতাব্দীর নারী
আর্তনাদ	১৬	৩৩	অধিকার
সত্তার খোঁজে	১৭	৩৪	শোষণ
আইন ব্যবস্থা	১৮	৩৫	পথশিশু
ধর্মের রাজনীতি	১৯	৩৬	মিথ্যাচার
সতীত্ব	২০	৩৭	ভুক্তভোগী
মেরুন বর্ণ	২১	৩৮	মুক্তির সন্ধানে
রুখে দাঁড়াও	২২	৩৯	ছন্নছাড়া
বিত্তবান	২৩	৪০	স্বস্রোত অগ্নিবীণা
পূণ্যস্নান	২৪	৪১	প্রেমের উষ্ণতা
স্বাধীন উপাসনালয়	২৫	৪২	প্রিয়তম
মিথ্যাচার	২৬	৪৩	মূর্খের দল

মাহমুদ হাফিজ

কবিতা	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	কবিতা
ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে	৪৪	৬১	মানব-প্রাণের উৎপত্তি
কবিতার ঈশ্বরী	৪৫	৬২	প্রাচীন মিথের ধূলো
তুমি না থাকায় হে ঈশ্বর	৪৬	৬৩	ধর্মান্ধতা
মানবিকতা	৪৭	৬৪	বেশ্যালয়
আমিও রক্তচোষা ঈশ্বর	৪৮	৬৫	অনুতপ্ত মনবতা
বিশ্বাস	৪৯	৬৬	সময়ের কাছে নতজানু
শ্লোক	৫০	৬৭	ঈশ্বরের প্রতি ক্ষোভ
রক্তক্ষয়ী ইয়ামেন	৫১	৬৮	যেতে হবে লক্ষ্যমূলে
স্পষ্টতা	৫২	৬৯	ঈশ্বর না থাকার কষ্ট
পাক সার জমিন সাদ বাদ	৫৩	৭০	দুঃস্বপ্নে জেগে ওঠা কবি
নগ্নতা	৫৪	৭১	কবিতা
রথ	৫৫	৭২	মানুষ
অলীক ডোর	৫৬	৭৪	অদৃশ্য মনুষ্যত্ব
ভ্রান্ত বিশ্বাসের ক্ষয়কাস	৫৭	৭৫	মুক্তির প্রতিক্ষায়
নির্বাসিত কবি	৫৯	৭৬	বদলে যাওয়া পৃথিবী

একজন মুক্তমনা ■ ৭৭

মনুষ্যত্ব

সাদ্দাম হোসাইন

মুক্ত হৃদয় ছুঁয়ে আছে দেখো পাপের অন্তর্যামী।
হিংসা যজ্ঞে বসবাসরত পূর্ণাঙ্গ এই আমি।
রুক্ষতা যত বসবাস করে প্রেমের স্রোতধারায়,
প্রেমহীন আমি বিলুপ্ত হয়েছি করাল গ্রাসের ছায়।

মৃত্যু এখানে বহমান গামী, জীবন ছন্নছাড়া,
বলি হয়েছে পাপের স্রোতে পূণ্যের যত ধারা।
পাপ পূণ্যেরভেদাভেদে মানুষ কোথায় যাবে,
শুধু মনুষ্যত্বের মানুষগুলোই পূণ্যের সন্ধান পাবে।

মনুষ্যত্ব কি? কি তার পরিচয়,
চিৎকার করে বলতে বলতে আপন হৃদয় ক্ষয়।
এই ধরাতে মানুষগুলোই রয়েছে অধীর বিমুখ।
অমানুষের জঞ্জাল রোধে কিংকর্তব্য বিমূঢ়।

যদি মানুষের কথা বলি, এটাই এখন শ্রেষ্ঠ গালি।
তাদের হৃদয়ে ঠাঁই হয়নি 'ক' মমত্ব এখন বলি।
হাজার হাজার প্রভু পূজায়, মানুষের বলিদান
ওরে মূর্খের দল প্রভু কি এই মানুষের সমান!

শ্রেষ্ঠত্ব যার আসন ভূষণ শ্রেষ্ঠত্ব অবিনশ্বর,
এই ধারার সমাহারে এসব মানুষের জয় গান।
শত ধিক্কার মানুষের প্রতি নমস্কার ভগবান,
লাথি মেরে ওই প্রভুর ঘাড়ে, গাও জীবনের জয়গান।

ঈশ্বরের পূণ্যতা

সাদ্দাম হোসাইন

এলোকেশে উদ্ভাসিত হোক
রক্ত নেশার নীল চাবুক,
ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠুক
খর্বকায় ওই স্রষ্টার বুক।

স্রষ্টা আজ বিশ্ব জড়ায়ে
একাকীত্বে কাল্পনিক,
ধ্বংস হোক রূপের মোহে
স্রষ্টার যত আধুনিক।

নিরুত্তরে কৃপায় স্রষ্টা
অথচ আজ সব বিলীন,
ধৃত স্রষ্টা সব জানেন,
মাধ্যম লাগে তার।
যুগে যুগে আসলো দালাল
নাম দিয়েছে অবতার।
নিকৃষ্ট আধিপত্য,
বিস্তার বরাবর।

দিক বেদিকে সৃষ্টি যত
বুদ্ধিমত্তা তার,
নিরুপায়ে সৃষ্টির যত
পূণ্যের ভান্ডার।
তাতেই তিনি মহা খুশি,
সুযোগ পেলেই অট্টহাসি।
দয়ালু বরাবর, দয়ালু বরাবর।

পূণ্যের নামে যুদ্ধ যত
পূণ্যের যত স্বর্গ।
পায়ের ধুলায় লুটে গেল হায়
অসীম নরক মর্গ।

গাত্রদাহ

সাদ্দাম হোসাইন

গাত্র দহনে অন্তরীক্ষ
প্রেমময় সুধা তার।
শ্রেষ্ঠত্ব বিলীন হয়েছে
প্রেমের সংগোপন।
লাঞ্ছনা তার দুয়ারে দাঁড়ায়ে
মিথ্যার ভূষণে আসে।
সম্ভ্রম হীন দেবতা তখন
নিছক হাস্যরসে।
দেবতা তাহার ফুল পূজারী
দেবতা ঊর্ধ্বলোকে।
স্তন, নিতম্ব দেখে দেবতা
ফ্যালফ্যাল করে হাসে।

সবই তাহার ভোগ্য রূপে সৃষ্টি অনবরত।
রাত্রি তাহার ভোগবিলাসে, দিবালোকে সাধু সাজে।
নিগ্রহ আর নিষ্পেষণ দাউ দাউ করে জ্বলে,
বেশ্যা বলে চিৎকার করে দেবতার জনবলে।
প্রেমহীন এই কদর্যের ভিড়ে দেহতেই সর্বসুখ।
আত্মহত্যায় ঝুলে আছে দেখো জননীর একটি মুখ।

ক্ষুধার্ত অন্তর্যামী

সাদ্দাম হোসাইন

কুলুষ প্রেমে ফোটাও রঙ্গনা,
দুষ্কর্ম অচল তোমার, প্রেমে প্রেমে যৌবনা।
পংঙ্কজ মাতৃরূপী আর বাপ শালা শয়তান,
রূপবতী আমি পাপের ভূধরে, পাপী ভগবান।

মহৎ হৃদয় সিদ্ধ হল প্রেমের আষাঢ়ে বাদল,
বিদ্বিষ্ট তোমায় আপন করেছে মহাপ্রস্থান যত।
বিরোধ তোমার প্রমোদ হল গলদ সর্বনাশী,
যাক ধুয়ে যাক প্রেমের জোয়ারে ধরার সর্বগ্রাসী।

তোমার নিত্য ঝংকার বাজে হৃদয় মূর্ছনায়,
পাপী তাপি মোর অন্তর্যামী, করাল গ্রাসের ছায়।
প্রভাকর হতে আসছে আলো অন্ধকারের মাঝে,
ফুটছে তাহার রূপের স্নিগ্ধ, মোহে তাণ্ডব সাজে।

মূর্খের মতো চক্ষু মেলিয়া অর্পণ অন্বেষা,
সাজের আলোতে নিভু নিভু প্রদীপ, ক্ষুধার্তের দুনিয়া।
যজ্ঞতে পিষ্ট আলোর, অন্ন প্রসাদের স্তুপ,
ব্যস্ত ভগবান অন্ন আহারে পূজার সময় খুব।

ভোগ বিলাসে মত্ত তাহার দালাল সম্প্রদায়,
দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল ক্ষুধার্ত তখনও শূন্যতায়।
ভগবানের আশীর্বাদে, পুষ্ট দালাল যত,
ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করে অনাহারীর কঙ্কাল ক্ষত।

উৎসর্গে: আহসান হাবীব (যুক্তরাজ্য)

মূর্খ মানুষ

সাদ্দাম হোসাইন

তোমাকে যে চিনেছে আকুল দুয়ারে ব্যাকুল হয়েছে কেহ,
তারি রথ যাত্রায় শূন্য তরী ভাসবে না একবারও।
তোমাকে পেয়ে এই জীবনের জয়গানে আমি,
অবিনশ্বর রূপে জীবনের অবসানে তিনি।

তারই প্রেম ভক্তিতে জেগেছি দিবানিশি,
পূণ্যতা নাই পাপে পঙ্কিল তিনি অন্তর্যামী।
মায়া বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে বিস্মৃতি মোহে ঘেরা,
শূন্য থেকে পুরো মানুষ তিনি সৃষ্টির সেরা।

পাপের তরিতে ভাসছে যিনি পুনঃ পুনঃ করে,
সৃষ্টির সকল লুটাইলো তার পূণ্যের চাদরে।
পাপে পাপে জর্জরিত আরশে কালো ছায়া,
সৃষ্টি হল নব নৃত্যে পূণ্যের নব ভায়া।

জানিনা এই পাপ কার জন্য এ ধারায় অমলিন,
সৃষ্টির মাঝে একতা নাই শুধুই গরমিল।
স্রষ্টা স্রষ্টা বলে সবাই, সৃষ্টির মর্যাদা নাই,
পাপের আদলে বসবাস করে শুধু পূণ্যতা চাই।

প্রশ্নবিদ্ধ বাংলাদেশ

সাদ্দাম হোসাইন

তোমরা দেখনি কলঙ্কের ইতিহাসের কান্নার স্রোত,
তোমরা দেখনি ধর্ষিতা নারীর হাহাকারে উত্তাল এই বাংলাদেশ,
এ উত্তাল সেই উত্তাল নয় এটা ধামাচাপা দেওয়ার উত্তাল,
কাঠগড়ায় বেকুসুর খালাস দেওয়া হয় যাদেরকে,
তারাই হচ্ছে এই সমাজের অধিপতি,
তাদের নগ্ন নৃত্যে ভিজে যাচ্ছে।
কুমারী দেহের আচমকা বয়ে যাওয়া গঙ্গোত্রী,
জীবনের বিভীষিকাময় অশ্রুসিক্তে কালো অধ্যায় গুনছে তারা,
এই সমাজকে পরিবর্তনের ধাক্কা কল্পনার অতীত তাদের,
সম্ভ্রান্ত বলতে কোন কথা নেই সব কুলি-মজুর সব চামার চাষা,
প্রতি রাতে ফোটা ফোটা বীর্য হাহাকার করে,
আমাকে একটি জননী দাও আমাকে একটি জননী দাও।

আমি সেই বাংলাদেশের কথা বলছি যার কালো অধ্যায় এখনো অব্যাহত,
অশ্রুসিক্ত জননীর কোলে ভয় নেই শিশু,
শুধু দুবেলা দুমুঠো ভাতের হাহাকার,
বঞ্চিত হতে হতে অভাবগ্রস্তদের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ,
যার নতুনত্বের অধ্যায় এখনো রচিত হয়নি।
আমারই চোখের সামনে রাজপথে শুয়ে আছে গৃহহীন নরনারী,
ভালোবাসার এক চাদরে আঁকা একটি স্বপ্নের নিদ্রা
যা প্রত্যেকটি ক্ষণে ক্ষণে নেমে আসে অন্ধকারের দুঃস্বপ্নের চাদর।

অকাল মৃত্যুতে দেশ ছেয়ে গেছে দেশ ছেয়ে গেছে পুঁজিবাদের ছোঁয়ায়,
তৃণমূল দিন গুনছে ক্ষুধার তাড়নায় রাজপথে বসে কাতরায়।
স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশটুকু লেলিহান শিখায় রূপ নিয়েছে,
দাঙ্গা-হাঙ্গামা লুটপাটে বিসর্জিত হচ্ছে মানবিকতা,
মনুষ্যত্ব বিসর্জনে প্রতিদিনই পথে নামছে কোন না কোন মানুষ,
এই প্রেমহীন শহরের বিসর্জনের ছায়ামাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবিকতার মনুষ্যত্ব,
আমায় অস্পষ্ট ধ্বনি প্রশ্নবিদ্ধ করে প্রতিনিয়ত আমি সুন্দর বাংলাদেশ পেতে চাই।

আমি ফিরে যেতে চাই না সেই সম্ভ্রম হারা জননীর ইতিহাসে
যার কলঙ্কের প্রতিছবি বয়ে বেড়াতে হয়েছে এখনো আমায়।
আমি অস্পষ্টতা রোদ করে দিয়েছি বিবেকের বেড়াজাল থেকে,
বদ্ধ কপাটে আমি একাই প্রশ্নবিদ্ধ।

আমায় সেই বাংলাদেশ দেখাও
যার স্বপ্ন চাদরের আভার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মায়ের গন্ধ,
আমি শিশু হতে চাই মা আমি বাঁচতে চাই।

রুখে দাঁড়াও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে

সাদ্দাম হোসাইন

আমি তোমাদের হুকুমের অপেক্ষায় কারফিউ জারি করিনি
করেছি আমার নিজের অস্তিত্বের সংকট দেখে,
অপব্যবহার বলতে কোন কথা নয়,
যা দেখছো তা তোমাদের জন্য মঙ্গল স্বরূপ,
পুঁজিবাদ কে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য আমার নয়,
কাস্তে হাতে কৃষককে বাঁচানোর উদ্দেশ্য আমার নয়,
কাঁসার থালায় ভাত খেতে বসা কৃষাণীর বধূর
হাতের স্পর্শ বাঁচিয়ে রাখা আমার দায়িত্ব নয়,
আমার দায়িত্ব শুধু রাজকীয়তা রক্ষা করা।

তাই পুঁজিবাদকে আমন্ত্রণ করা আমার আধিপত্য বিস্তারের একটি অংশও বটে,
লোকমুখে শুনেছি সবাই আমাকে কাল পিঠ বলে
কিন্তু টাকা আর কখনো এপিট-ওপিট হয় না,
সাদা কালো বলতে কোন কথা নেই সবই টাকা,।
মুদ্রাস্ফীতির শিকার বলতে কোন কথা নেই
যা হয়েছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি,

এর পর থেকে নতুন ইতিহাস,
ভেঙ্গে ফেলো ঐ রাজ কপাট ভেঙ্গে ফেলো তার দ্বার,
পুঁজিবাদের ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আনবোই এবার।
কাকে বলে শাসনতন্ত্র শেখাবো আমরা সবাই,
রুখব এবার দেশদ্রোহী, রুখব রাজরক্ষী।
কাস্তে হাতে নামবো সবাই ফসল ফলাবো,
বাঁচবে কৃষক বাঁচবে দেশ এখন উন্মাদ এই দেশ।
খাজনাপাতি চুলায় যাবে, বাজবে বাজনা রণসাজে,
আমরা যদি দেশ না বাছাই শুয়োরের বাচ্চায় খাবে।
মূর্খ ইতর চামার মুচি বলে গালাগাল যত,
যুগ যুগ ধরে শুনছি আমরা হৃদপিণ্ড ক্ষত।
আর হবেনা দাসত্ব তোমার আর হবেনা ভোগ-বিলাস,
তোমার যাতনা বাসনা সব পায়ে পিষ্ট এবার।
আগামীর স্বপ্ন দেখছি আমরা প্রজন্ম আছে সাথে,
বাঁচলে এবার বাঁচতে হবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে,
জাগো সবাই ধর ওকে পিঠের চামড়া তুলে নে।

আর্তনাদ

সাদ্দাম হোসাইন

জীবন কাহিনী বড়ই অদ্ভুত বড়ই বেমানান,
শুধুমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে বিছানা গরম করতে হয় প্রতি রাতে,
খদ্দেরের পর খদ্দের আসে দহন জ্বালায় ভাসিয়ে দিচ্ছে আমায়,
আজ আমার নাম হয়েছে পতিতা।
কেউ ঘৃণার সরে মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে বেশ্যা বলে,
এই শরীরকে ঘিরেই যত মায়া যত পদ্ম গোলাপ রচনা,
এই শরীর যে দিন ফুরিয়ে যাবে সেদিন ধু ফালাবে এই পুরুষ শাসিত সমাজ,
আমিতো গঙ্গায় স্নান করে বেশ্যা হইনি,
বা গোলাপের নির্যাস দিয়ে গোসল করে তো বিশ্বাস হয়নি,
বেশ্যা হয়েছি কোনও না কোনও পুরুষের লোলুপ আক্রোশে,
গ্রহণযোগ্যতা কি আমার হয়েছিল এই সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা নামক একটি স্থানে,
নাকি যাকে আমি সুস্থ বলছি ওটাই পুরো হয়েছে বেশ্যা নামক চাদর মুড়িয়ে।

তাহলে আমার জন্ম নিয়ে তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই,
মাথা ব্যাথা শুধুমাত্র সভ্য চাদরের আড়ালে কেন লুকিয়ে লুকিয়ে বেশ্যাবৃত্তি হয়,
মানুষ হিসেবে প্রাধান্য তাদের কেন দেওয়া হয় আদৌ কি তারা মানুষ হয়েছে,
মানুষের মনুষ্যত্ব হারিয়ে যখন নামমাত্র মানুষের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে,
সেটা যে বেশ্যাপাড়া থেকেও অধম এটা আমার বুঝতে বেশি বাকি নেই,
তাই আমি সগৌরবে চিৎকার দিয়ে বলবো আমি বেশ্যা নই আমি একজন নারী,
আমার বাঁচার অধিকার আছে তাই আমি বেঁচে আছি,
যদিও এই বাঁচাটা প্রশ্নবিদ্ধ তবুও আমি নিজেকে সতী হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছি,
কারণ যে জরায়ু ভেদ করে পৃথিবীর আলো দেখে,
সেই আবার জরায়ু নিয়ে জলসাগরে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি কওে,
এটা যে কত বড় অধঃপতন তা আমার বুঝতে দেরি নেই।

আমার জন্ম হয়েছে এই পতিতাপল্লীতে
তাই আমি জানিনা বাবা এবং মায়ের নির্ধারিত পরিচয়পত্র কি ?
তবে এতটুকু জানি পরিচয় বহন করা মানুষগুলো আমার পেছন পেছন ঘোরে,
মোহের তারণায়, জ্ঞানশূন্য হীন উচ্চপদস্থ মানুষগুলো ।
তার মায়ের সঙ্গেই এই মতো লীলায় মেতে উঠেছে তার আর বৈ কি,
আমি যদি মায়ের সমতুল্য হয়ে থাকি যেহেতু আমি মায়ের জাত
তবে কোন অধিকার এই মতো লীলা তুমি সৃষ্টি করছো,
এই বিশ্ব পাপস্থান এ তোমাদের রদবদল হবে না হবে না কোন মানসিক পরিবর্তন।

সত্তার খোঁজে

সাদ্দাম হোসাইন

বিভোর রজনীতে তোমারে আশীর্বাদ,
স্বপ্নচূড়ার মায়া বন্ধনে মমত্ব প্রকাশ।
নিত্য প্রবঞ্চনায় প্রেমবন্ধন ধুলিস্যাৎ,
গৌরবে বহমান চিত্তের অন্ধত্বের সাক্ষাৎ।

বিলাসিতা সে তো তোমার পদধূলিতে বাজে,
তারি রথ যাত্রা মধ্যাহ্ন প্রহরে রণ সজ্জায় সাজে।
শান্তি কামির ধাবমান কাল লুটাইছে বল,
হরি হরি নমঃ নমঃ অন্তরীক্ষে চলো।
তোমরা যদি বলো অন্তর্যামী আসবে তোমার দ্বারে,
তারি রথ যাত্রায় রণ সজ্জা কি বন্ধন সৃষ্টি করে?

বন্ধনে আবদ্ধ স্রষ্টা কোথায় বলো,
তোমার ভিতরেই স্রষ্টা আছেন অন্য কোথাও নাই কো।

মানুষের দাবী স্রষ্টা কোথায়?
খুঁজে বেড়াই সারাক্ষণ,
তোমাদের মাঝে সততাই স্রষ্টা বুঝাবে তা কে এখন!

মূর্খের মত খুঁজে বেড়াও ভাবো তুমি মূর্খ নও,
মন্দিরে ঢুকে মূর্তি পূজায় নমো নমো জয় গাও।
সত্তা তোমার নীরব নিথর তুমি কি দেখতে পাও,
আপন সত্তা বিলীন হলে তুমিই ধুলিস্যাৎ হও।

সহজ স্বীকারোক্তিতে আসো বন্ধু
একটু সহজলভ্যতা যদি চাও,
কে তুমি তোমরা এ কথাটা কি ?
বিবেকের তাড়নায় জানতে চাও।
তাহলেই পাবে স্রষ্টার দেখা
আপন সত্তার বাও।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা যদি একবার মাপতে চাও,
হৃদয়ের ক্ষত ঝেড়ে দাও তুমি সাম্প্রদায়িকতা মুছে দাও,
মানুষের পাশে জয়গান কর মানুষের অধিকার,
এই ফলশ্রুতিতে মিলবে সত্তা একে অপর বন্ধু সবার।

আইন ব্যবস্থা

সাদ্দাম হোসাইন

অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত যখন,
রাষ্ট্র থাকবে নীরব নিশ্চুপ নির্ধারিত তখন।
দুঃখিত সুধী সমাজ, রাষ্ট্র নীরব নিশ্চুপ নয়,
অপপ্রচারে কাটায় সময়।
হাতের বিনিময় হাত চোখের পরে চোখ,
হত্যাযজ্ঞ অপরাধে দণ্ডিত হয় লোক।
অপরাধের মাত্রা যখন মাত্রাতিরিক্ত হয়,
রাষ্ট্র বলে বিচারাধীন কার্য সব সময়।
কিন্তু সুধী সমাজ বিচার কোথায়?
দায়ভার গ্রহণ করার অধিকার যেন রাষ্ট্র না হারায়।

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ, রাষ্ট্র কি এ ধারায় দণ্ডিত হয়?
যদি তাই হয় তবে সততার বিচারাধীন কেন ম্লান হয়ে রয়,
রাষ্ট্র তখন চিৎকার করে, আমাদের জয় আমাদের জয়।
জয় পরাজয় পরিমাপের ধারক-বাহক কারা?
সুষ্ঠু বিচার পরিমাপের বিচারাধীন যারা।
আমরা হলাম মূর্খ জাতি তাই কি অপমান-অপদস্ত রয়?
বিশ্ব মানবতা অগ্রসর, চিৎকার করে আমাদের জয় আমাদের জয়।

বিচারাধীন মামলা যখন উই পোকায় খায়,
সুষ্ঠু বিচার না পেয়ে ভিকটিম, ধুকে ধুকে মারা যায়।
অজ্ঞাতনামা আসছে যারা পাপার পাপি হয়েছে তারা?
মূলত পাপী কারা?
পেন্ডিং সেশন আসছে যখন ধরছে ইচ্ছেমতো,
এতসব পাপের রাজ্য ধর শালাদের আছে যত।
আরে ভাই আমরা কেন পাপী হবো আমরা তো,
জয় বাংলার লোক, পাপে পাপে জর্জরিত বিরোধ পক্ষের লোক।
এ তো দেখছি আইনের নতুন ধারা,
সুস্থ সমাজ গঠনে সুস্থ আইন গড়বে কারা?
তারাও কি পাপী?
যদি তারা ও পাপী তাহলে এই জাতির বরাবর এই দূর্গতি,
পাপ সম্রাজ্ঞে মরে গেলাম মাথা ঠুকে ঠুকে,
যত কষ্ট জমা আছে আম জনতার বুকে।
এত দুঃখ নয় দুঃখ নামের পরশ পাথর।
আমরা কোন মানুষ নই এ সমাজের মেথড়,
আমরা যদি মানুষ হতাম, গড়তাম এক বাংলাদেশ,
জয়গানে উচ্ছাসিত হত বেশ বেশ বেশ।

ধর্মের রাজনীতি

সাদ্দাম হোসাইন

ধর্মের দোহাই দিয়ে দোহাই দাতা সিংহাসনে,
চরিত্রে কলঙ্ক লেপে বাহ্যিক ভূষণ সাদা পাঞ্জাবিতে।
নীতির উপরে হস্তক্ষেপ চলবে না দাদা চলবে না,
বিগত দিনের ইতিহাস জনগনও ভুলবেনা।
এ তো দেখছি বেশ্যাবৃত্তির আন্দোলন,
তালগোল পাকিয়ে বিপথে মুখরোচন।

ধর্ম প্রতিষ্ঠায় ধার্মিকদের অসভ্যতায় দেশ,
উগ্রপন্থী শাসনব্যবস্থা বাহবা দেয় বেশ।
দলীয়করণ কিছুটা হবে, কিছুটা স্বজনপ্রীতি,
একই নায়ের মাঝি আমরা ভুলেছি ন্যায়নীতি।
গণপ্রচারে ভুগছে সমাজ গণ আন্দোলন শেষ,
বিরোধপক্ষ ডুবছে এখন নেই মাত্র লেশ।

আসুন একটু দেশ নিয়ে ভাবেন,
কে কাকে দিচ্ছে ভরে, কে দেয় সাজা কখন,
উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ হয় দূর্নীতির দায়ে গ্রস্থ যখন।
মূল্যবোধের সংবিধান পড়ে আছে অভিধানে,
মূর্খ মানব আমজনতা কত কি আর জানে?
খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের জন্য কাতরায় ক্ষণে ক্ষণে।
নীতি ধরে সহিংসতা ধর্ম ধরে ঢাল,
অপূণ্যতার বিচরনে ধর্মান্ধগণ।

সতীত্ব

সাদ্দাম হোসাইন

তনয়া এর সতীত্ব বিসর্জনে উচ্চ বিলাসী দাদা সম্প্রদায়,
সুধাময় সেখানেও কিছু কলঙ্ক রটায়।
তাহলে বিসর্জন কোথায়? প্রশ্নটা কোথায়?
সমস্ত ঝঞ্ঝাট তাহলে গৈরি বদন খানির,
নাকি এই বীভৎস সমাজ ব্যবস্থার,
সেতো গর্ভধারিনী সেতো বিশ্ব জননীর অগ্রযাত্রায়।

রূপের স্রোতে ভাসছে ধরার কল্লোল,
জায়া, বনিতা, কলত্র দাসী হিসেবে গড়ল।
এত প্রেম নয়, প্রেমের নামে ঝঞ্ঝাট,
দৃঢ় যন্ত্রণায় তাকিয়ে থাকা বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল।

এ তো দেখছি পাপের ভূধর,
অপমান অপদস্থ, নারী সর্বদাই আপদমস্ত।
স্বর্গের বাসনাই চিত্ত তাদের দৈব পুরুষ তথা।
কাম বীর্যে হারাইয়াছে তাদের পৈতৃক স্বাধীনতা।

এই দেহাংশ অপূণ্যতার প্রয়াস অনবরত স্থিতিশীল।
সবতো আমার জাতের দোষ আমার কি,
জাত বিনষ্টকারী দেবতার আগমন হয়েছে কি?
এ পূণ্যতায় আমি অবিনশ্বর আমি বিশ্ব জননী আমি দেবী।

মেরুন বর্ণ

সাদ্দাম হোসাইন

বিবর্ণ মেঠো পথের আঁকাবাঁকা পথ ঘিরেই শান্ত দিঘি নিয়ে গেছে
ওই রক্তাক্ত কেন্দ্রবিন্দুর পটভূমির রক্তমাখা উর্বর মিছিলে,
সবার মুখেই একটি স্লোগান,
রক্তপাত ছাড়া কি পৃথিবী কখন উর্বর হয়েছে?
শান্ত স্নিগ্ধতা কখনো নিজেকে ফিরে পায়নি এ জাতি,
তাই রক্তপাতের হুংকারে জর্জরিত হয়েছে সভ্যতার মানবিক দৃষ্টিগোচর।
জারজ সন্তানের আবার মৌলিক চাহিদা হে!
ভিত্তিহীন সমাজ ব্যবস্থা আর রক্তপাতের উন্মাদ নেশায়
বিভোর হয়েছে ক্ষমতালোভী জারজ সন্তানগুলো।

বিশ্বাসের সংবিধান গুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে,
উর্দিপরা সিপাহী গুলো তাদের ভাষা হারিয়ে নির্বোধ হয়ে যাচ্ছে।
দেশরক্ষা তো দূরের কথা নিজেকে রক্ষা করতেই হিমশিম খাচ্ছে,
এ সভ্যতার আর বেশি দেরি নেই
সততা, সত্যনিষ্ঠা, আদর্শ, দেশ প্রেম গুলো দেখতে হলেই
আগামী প্রজন্ম চলে যাবে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরে, হাহাহাহাহা।

কলম আছে কিন্তু ভাষা নেই আমি নির্বোধ,
আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতবাক হয়ে বিভোর,
উচ্ছাসিত জনতা যেখানে অধিকার চেয়ে মরে,
পথশিশুর কাঁসার থালায় ঠং ঠং ধ্বনি ঝরে।
খাবার চাই হে খাবার এটা আমার অধিকার,

চক্র যানে পিষ্ট হয়ে প্রজন্ম হয় লাশ,
অসীম ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে জনতার পাছায় বাঁশ।
৬ বছরের শিশু যেথায় শ্লীলতাহানী হয়,
বিচারহীন এই সমাজ ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের জয়।
ওই জয়ধ্বনি জয়ের গান সর্বত্রই গায়,
বেষ্টনী গার্ডের আবরণে ছাত্রী ধর্ষিত
অমানবতা দেখতে দেখতে জনতা বিমর্ষিত।
এই নাও এই হচ্ছে তোমাদের স্বাধীনতা,
এদিকে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের বাক স্বাধীনতা।

রুখে দাঁড়াও

সাদ্দাম হোসাইন

রাজ্যে এখন বীভৎস রূপে রূপায়িত,
এটা দেখতে দেখতে জনতা শঙ্কিত।
পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম।
খেয়ালখুশির আবরণে নীতি কথার তত্ত্ব,
নীতি নৈতিকতা বিসর্জন বরাবরই সত্য।
সত্যের সঞ্চার এখানে হয় না রীতিমতো,

চাটুকারিতার চোট্টামিতে আইন কানুন স্তব্ধ,
জনজীবনের বেহাল দশা যানজটের শব্দ।
জনগণ গুলো চুলোয় যাক মৃত্যু তাদের সঙ্গী,
আমরা আছি প্রশাসনে ক্ষমতার রমনি ঢঙ্গি।
রঙ্গলীলায় আইন দাপিয়ে বেড়াচ্ছি আমি,
সঙ্গে আছে প্রশাসন আর সঙ্গে অন্তর্যামী।

পিষ্ট হয়ে প্রজন্ম আজ ধূলি ধুলায় মিশে,
মিডিয়াগুলো নীরব আজ সন্ধ্যা বেলা শেষে।
আমাদের তো জাগতে হবে নতুন নতুন বেশে,
কদিন আর চলবে জাতি দুঃখ ক্রন্দন ক্রুশে।
আমরাই গড়বো সভ্যতা আমরা নতুন প্রজন্মে,
ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ে সৃষ্টি হবে সৃজনে।

বিত্তবান

সাদ্দাম হোসাইন

ঋণের দায়ে অগ্রযাত্রার ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ,
আমি এক ক্ষুধার্ত, এই সমাজ ব্যবস্থা ব্যর্থ।
দৃষ্টিকোণের বৈষম্যের ভাবধারা চলমান,
বিনা চিকিৎসায় মরছে জাতি, জীবনের অবসান।
বিত্তবানের মর্যাদা আজ ভগবানের সমান,
মূর্খরা সব চিৎকার করে দাও হে দাও সম্মান।

তোমাদের আজ তাড়ণা শিখাব যাতনা সংযুক্ত,
দুঃখ শোকে ভুগছি আমি জনতা সম্পৃক্ত ।
নির্বোধের মত তাকিয়ে থাকবে বিত্তবানের দিকে,
অর্থ লোপাট কেলেঙ্কারিতে তোমরা চৌদ্দ শিকে।
অভাব তখন ঘিরে ধরবে তোমার চারদিকে।
অন্যায় কভু না করে আজ তুমি ই অপরাধে,
এই সমাজ দেখাবে তোমায় জালিয়াতির খাদে।

ক্ষুদার জ্বালায় এ জগতে ভুগছে মধ্যবিত্ত,
মাঝ রাত্রিতে ভাবনা-চিন্তায় হয অশ্রুসিক্ত।
জীবন মানে তাদের কাছে অভাব শুধু মোচন,
তাদের দেখে ঘৃণা ছিটায় অশ্লীল যত বচন।
বিত্তবানের প্রভাবে আজ সমাজ প্রভাবিত,
শুধু একটা শ্রেণি সমাজে আজ স্বাবলম্বীত।
বাকিরা সব চামার, মুচি, মেথর, ধোপা, ঋষি,
কর খাজনা তুলে নিয়ে আজ, বিত্তবান বড়ই খুশি।

পূণ্যস্নান

সাদ্দাম হোসাইন

চিৎকারের ধনী কখনো কখনো সুমধুর হয়ে ওঠে,
সেটা অবশ্যই স্বার্থপরতার সাথে যদি জড়িত থাকে।
প্রাচ্যের চাকচিক্যের অহংকার নিয়ে যাদের বিলাসবহুল অট্টালিকার জীবনযাত্রা
তাদের কাছে এই চিৎকারের ধ্বনিগুলো প্রতিনিয়ত
একটা জলসা ঘরের বাজনার মত আপন শরীরে মিলিয়ে যায়।

সুশীল সমাজের নামে যেখানে মদদ দিচ্ছে তাবূধ ঊদ্ধিজীবীরা,
সেই অপকর্মগুলো পূণ্যেরস্রোতধারা গঙ্গা জলের ন্যায় পবিত্র।

ঝঞ্ঝাট করে কি হবে আর সততা যেখানে নীরব,
মৃত্যু স্নানে গড়াগড়ি খায় সত্য বিবেক ধূসর।
জন্মের ভূষণ যেখানে ভাগ্যে লেখা দারিদ্র্য,
বাঁচতে চাওয়ার ভূষণ আমার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সূত্র।
এতে আমার ক্ষয় নাহি হয় জয় শুধু জয়,
ঐ অট্টালিকার মধ্যে থাকা মানুষ্যের যত ভয়।
প্রায়শ্চিত্তের জন্য তারা অহরহ ভ্রান্ত,
আমি সেই দারিদ্র, পূণ্যস্নানে পরিশ্রান্ত।

স্বাধীন উপাসনালয়

সাদ্দাম হোসাইন

ঈশান কোন থেকে কিছু বিভাবসুর আভা আবির্ভূত হলো,
এ যেন রক্তলোলুপ নেশায় জর্জরিত,
অদম্য উদ্ভাসিত সাহসিকতায় যেন মৃত্যুকে ছুয়ে ছুয়ে যাচ্ছে।

এই দেহাংশ জগদীশ কর্মকারের সৃষ্টি,
বিবেকের অধীনতা এ যেন পাপ-পূণ্যেরকৃষ্টি,
বিভেদ চারিতায় লিপ্ত অভীক আধিনাথ যষ্টি।
লালসার কাছে মাথা নত,
উপাসনার কাছে হৃদয় ব্যতীত ক্ষত,
জড়িয়ে আছে অন্তরীক্ষে ওতপ্রোত, ওতপ্রোত।
অহংকারের ভূষণ জড়িয়ে আছে ওই জগদীশ,
সত্যের সন্ধানে নির্ভীক, পাবো কি সত্যের হদিস ?
প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠায় তিনি কাঁদিছে দিবারাতি,
উপাসনালয়ে জ্বালালো প্রদীপ, ঠাকুরের দূর্গতি,
দর্শনেন্দ্রিয় খোলেনি তাহার তমঃ সপ্রতিভ।
মৃত্যু নেশায় নিত্য খেলে অভয়ব সম্প্রতি,
চক্ষু খুলে দেখো তোমার বিবেকের দূর্গতি।

ধরিত্রী থেকে ত্রিদশালয় সবই ভজনালয়,
পাপমুক্তির স্থান কি ওই উপাসনালয়?
ওই অন্তরীক্ষের স্থানে কার কার্যালয়?
তিনি হলেন স্রষ্টা-সুদন তিনি বিবেক ময়।
মূর্খ জ্ঞাতির প্রশ্নপত্রের উত্তর নাহি নয়,
জ্ঞানী লোকের প্রশ্নপত্রের উত্তর চাওয়া যায়।
যা যা ওই নরকের বাসিন্দা হবি,
ওইসব তোর হারামি আর বদমাশীর ছবি,
প্রশ্ন দাতা হলেন জাজাবর, বেদুইন,
চিৎকার করে বলে ওঠে, আমি মোল্লা,
আমি ধার্মিক আমি স্বাধীন আমি স্বাধীন।

মিথ্যাচার

সাদ্দাম হোসাইন

এ তনু মোর সর্বশুচিতে স্নান করিতে চায়,
তাইতো নিরলস পরিশ্রমের অগ্রযাত্রায়।
তব এ বৈশ্বানর নিভু-নিভু হাওয়ায়,
প্রেমের দীপ্ত আঙিনার সীমান্তনী ডাকছে আমায়।
তুমি তো আমার ত্রাসের অঙ্গনা,
এ ধারায় সর্ব কুলে তমিস্রা, কৃশানু জ্বালায়।

পরমপুরুষ অভিশপ্ত হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়াছে ধারায়,
ধেনু, ভুজঙ্গ, সরিৎ ওই পরমপুরুষের নবযাত্রায়।
'নৃ' হয়েছে লাঞ্ছিত, নেই সামান্য প্রজ্ঞায়,
অমরেশ দেয় দালালের হাতে গগনচুম্বী স্বপ্ন,
'নৃ' হচ্ছে নৃশংস আর দাসী প্রথার কল্প।
তমশ্রের প্রখ্যায় বিলীন দুহিতা।

অনুবিধি তো এখনো চলছে সারা দিচ্ছে মনুষ্য,
রুদ্ধ করে দিচ্ছে মোদের স্বাধীনতার একাংশ।

জলাঞ্জলি

সাদ্দাম হোসাইন

বিমর্ষতা অগ্নিদগ্ধ হৃদয় পাঁজর চৌচির,
দুঃখ ক্লান্তির ভিড় ঠেলে যায়, স্বপ্নে আঁকা পঙ্কিল।
বন্ধনে দেখলাম আমি স্বার্থপরের ভিড়,
পিষ্ট হয়ে মানবতা রুদ্ধ কারা অস্থির।
মুক্ত স্বাধীন মুক্ত প্রেম, প্রেমের জলাঞ্জলি,
মিথ্যার মাঝে দেখছি আমি হাজার হাজার গলি।
প্রেম তো মানবতা বুঝাবে তাদের কেবা,
দুঃখীর সেবা না করে আজ মূর্তির পা 'ই' সোভা।
দুঃখ যেন জরাজীর্ণ দুঃখের নাই শেষ,
মানবতার জন্যই আমি অক্লান্ত বেশ।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

সাদ্দাম হোসাইন

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,
কিসের মধ্যে মধ্যে লুকিয়ে আছে সৃষ্টির স্রষ্টার রহস্য।
তাকিয়ে দেখো ওই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাকিয়ে দেখ ঐ আলোর কুণ্ড,
ধর্ম ছায়ার মাঝে আছে ঈশ্বর কণা বিন্দু।
আকার নিরাকার নিয়ে প্রশ্নের সিন্ধু,
সন্দেহের দ্বারপ্রান্তে হাজির হয়েছে কিন্তু?

জাতিতে জাতিতে হানাহানি আজ ঘৃণা ছিটায় তারা,
উগ্রপন্থায় বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে কারা।
তারাই নাকি সফলতা পাবে, বাকিদের নরকে তাড়া,
স্রষ্টা এখন নীরব নিশ্চুপ দেখছে তারা কারা।

দেখছি এখন অহংকারী এসব তো আমার ভূষণ,
বিভেদ সৃষ্টিতে পারদর্শিতায় স্বর্গ কাল দূষণ।
প্রশ্নের সম্মুখীন আমি নই, বরাবরই নিরাকার,
পূণ্যের দিকে নিরাকার হই পাপগুলো সব সাকার।

লোভের রিপু ঘৃণার রিপু চোখের যত লালসা
কর্কট মনের সঙ্গোপনে আসে যত কামবাসনা।
সব আছে মোর হৃদয় মাঝে আমার কি আর করার,
দাস হয়ে জন্মেছি আজ পূণ্য কি এই ধারার ?
আজ আমি বিনাশী ভাগ্যহত একই ধারায় আছে।
মানব শত শত,

কেউ বলেন
স্রষ্টা আছে জীবের মাঝে সকল জীবের তরে,
রিপু গুলো আজ বিবাদ করে এক স্থানের পরে।
লিপ্ত হয়ে আছে তারা পাশাপাশি করে,
স্বাধীনতা দিয়েছে তাদের মৃদু হাসির পরে।
স্বপ্নগুলো সত্যি যে আজ তাহার মত করে।

ভিখারি

সাদ্দাম হোসাইন

আঁকা বাঁকা মেঠো পথ ধরে ভিখারীর পথচলা ,
পড়ন্তে বিবেকের সাথে কথা বলা।
সম ব্যাথায় ব্যাথিত হল ক্ষুধার তাড়না গুলো।
ভগবানের দ্বারপ্রান্তে চেয়েছি বহুবার,
ক্ষুধার্ত ভগবান অন্য কেড়ে নিতে চেয়েছে বারবার।
জোর করে কেড়ে নিয়েছি অন্য টুকু,
বাঁচতে চাই বাঁচতে আমি ভিখারী ভুগো।
এত প্রেমময় স্রষ্টা যিনি, অন্নবস্ত্র নাই মোর,
প্রার্থনা আঙ্গিকে লুকায় সকল প্রেরণ তোর।
সব দেখেন তিনি দুঃখ গুলো কি নয়?
দুঃখের পরশ পাথর কিভাবে করব জয়।
পেটের জ্বালায় দিবানিশি অন্তর জ্বালা দাহ,
প্রাপ্য যা ছিল আমার ভাগ নিয়েছে কেহ।
সততার বোঝা মাথায় নিয়ে হাঁটছে ভিখারী,
ওই পথটা তখন এলোমেলো স্রষ্টা নামক জুয়াড়ি।

হাস্যকর বিষয় বটে,
খোদার অন্য বান্দা দেয় পাহারা, স্রষ্টার দয়া কই?
বান্দাও যে ভাগ লুটাইছে পড়েই স্রষ্টার বই।
অন্নবস্ত্র জোগান দিতে পথে নেমেছি আজ,
ধর্ম নিয়ে বাহাদুরি করে, ধর্ম বিক্রেতার নাহি লাজ।
সবই নাকি পূর্ণ হয় সবই এবাদত,
একে অন্যের ঘৃণা ছিটায় এই শালা আজ বিদআত।
আমি হলাম ভিখারি ভাই আমার কি আর সাজে,
দু একটা সত্য কথা হৃদয় কোনে তে বাজে।
সাজসজ্জার অন্তরালে মানুষ নাইকো ভাই,
আমি একজন ভিখারি সব চেয়ে চেয়ে যাই।
তবে এই সমাজের ভগবানদের কাছে প্রতিদিন যাই,
যখন দেখি ভগবান গুলো খালি হাতে, খুব লজ্জা পাই।

তবে চলে এসো আমার পথে শুধু খালি হাতে,
হাতে নিয়ে এক থালা, তখনই জ্বলে উঠবে আপন মনের জালা।
অন্ন-বস্ত্র চিকিৎসা বাসস্থান সবকিছু লুটাইয়া যাবে তোমারি প্রস্থান।

আমি শালা অধম নাকি এত কেন বলি,
শুনলে ভগবান দেবে নিকৃষ্ট গালাগালি।

কলঙ্কময়

সাদ্দাম হোসাইন

আজ উপাসনালয় হলো কলঙ্কময়,
যত কলঙ্ক আছড়ে ফেলে দিয়েছে ওই উপাসনালয়।
তারপরে হয় পাপ মুক্তি,
তারপরে হয় ধর্মের যত অশ্লীল যুক্তি।
নাইকো যথাযথ প্রেমভক্তি।

সমস্বরে চিৎকার করে মুক্তি চাই মুক্তি,
রহমত বর্ষিত হোক এটাই মোদের যুক্তি।
ধর্মগ্রন্থের ক্ষমতা দেখে সবাই বিস্মিত,
উপাসনালয়ে ধর্ষণ দেখে আমরা লজ্জিত।
তাহলে কেন হল না স্রষ্টার শাসন বর্ষিত।
আকার সাকার এ বর্ণিত তিনি ইহ জগত ময়,
ক্ষমতাবানের ক্ষমতা দেখিনি গো, আমরা অসহায়।

স্রষ্টা দেখায় মিথ্যা সাধন, মিথ্যা প্রেমের যুক্তি,
মোল্লা পুরোহিত তাকে করিল সদায় ভক্তি।
আমরা যখন জাহান্নামী তোমরা তখন স্বগে,
ধর্ম নিয়ে করছে খেলা পূর্ণ গুলো মর্গে।
ধর্ম হলো পূণ্য হলো পাপ গেল কোথায়?
মোল্লা পুরোহিত বসে আছে ঐ উপাসনালয়।

ধর্মের মোল্লা মমিন বলে মোরা সকলে ভাই ভাই,
তাহলে কেন বিভাজনে ধর্ম নিয়ে এত দলাদল চাই।
বিশ্বজনীন ভাই-ভাই মোরা বিশ্বমাতার ভূমি,
বিশ্বকে গড়তে হবে একটি আদর্শের চুমি।

মিথ্যা নিয়ে বাড়াবাড়ি জীবন ভুল ভ্রান্তে,
ধর্ম নিয়ে মর্ত্যমোরা খুন-খারাবির রন প্রান্তে।
ধর্ম যদি টিকাতে হয় স্রষ্টা কি করে,
আরশে বসে বসে কি মাস্টার প্লান পড়ে।

স্রষ্টা নাকি সর্বজনীন সবার কাছে সমান,
তাহলে তিনি পাঠাইলেন কেন হাজার হাজার গ্রন্থ।
এখনই শুরু হলো বিভাজনের অধ্যায়,
হানাহানি-মারামারি মিথ্যা অপবাদের কলঙ্করয়।
মানবিকতা তো আগেই পাইনি,
অমানবতা প্রবাহ ধারাময়।

প্রত্যাবর্তন

সাদ্দাম হোসাইন

ভগবান তোমার বিমর্ষতায় এ জাতির আজ অপমান,
ভগবান তোমার সৃষ্টি নিয়ে, যত ক্রন্দন যত অনুতাপ।
সব মোরা রক্তের বন্ধনের আবদ্ধ কৃত যত পাপ,
একে অন্যের সমন্ধে, জ্ঞাপন করিল শাপ।
মোরা অনুতাপী, মোরা পাপী, জাতিতে বিধ্বংসী।

তিনবেলা অন্য প্রসাদে দুঃখ দৈন মোর কাটে,
তিনবেলা অন্য জোগাড়ে কপাল কেষ্ট ফাঁটে।
ওদিকে ভগবান চাইছে উপাসনা স্তুপ,
সময় কাটছে বীভৎসতার রূপ।
উপাসনা আজ দাড়াইছে হাস্যরসের মূলে,
যদি প্রভুর হতে মানবতার দ্বারপ্রান্ত টা খুলে।
নিরব শক্তিতে বহমান গতি চলেছে প্রভুর দ্ধার,
হবো না আর বিবেক বিধ্বংসী, হয়ে যাবে সব পার।
ধারায় যত লুটাইছে মোদের পাপী তাপী পথ ভ্রষ্ট ,
সযত্নে যদি দেখিতেন প্রভু, আমরা হতাম আদর্শ।

হাজারো রঙের রঙধনু দিয়ে গড়িলেন মোদের প্রভু,
মায়া মমতার সম্পর্কে দাগ কাটেনি কভু।
স্বল্প দিনের প্রেম মায়ায় ভুলিলাম অনেক কিছু,
কে আমি আর কে মোর স্রষ্টা, মিথ্যে তারণাপিছু পিছু।

মানুষের কথা বলব কি আর মানুষ সদা সাধু,
লুটাইল তাহারা সত্তা সাধন, সত্তাই তাহার প্রভু।
প্রেমে প্রেমে সিক্ত হইল প্রভুর নয়ন দুটি,
প্রেম দিয়ে গড়লো না মানবহৃদয়ের খুঁটি।

প্রশংসা
সাদ্দাম হোসাইন

আসুন একটু জাগ্রত হই,
প্রশংসার পাত্রতে চাকচিক্য কই।
প্রশংসা মানে কি দুর্বলতা নিয়ে খেলা,
মিথ্যের ঝঞ্ঝাট ঐ দেব ঠাকুরের পালা।
মৃদু হাসিতে দেব ঠাকুরের অন্তর্মুখী জালা,
প্রশংসার মানেই হচ্ছে হৃৎপিণ্ড কালা।
দেখেছি ওই হাস্য কেষ্ট, দেবতারা সব পথ ভ্রষ্ট,
বৈষম্যের শিকল পরায়, দেবতা কোথায় সৃষ্ট।
কষ্টিপাথরে বিবেচিত হয় মূল্যবান রত্ন,
আমরা কোথায় বিবেচনা করিব কোন দেবতার সৃষ্ট,
আমার অন্তর্মুখী দেবতার সামনে আমার পথ ভ্রষ্ট।

মিথ্যার ঝঞ্ঝাটে প্রকাশ করেছে দেবতা স্বর্গপানে
বৈষম্যের শিকল ছড়ায় রক্ত পিপাসা ঘ্রাণে,
এই জ্বালাতে দ্বিখন্ডিত হইল মানবজাতি,
ঊর্ধ্বপানে বসিয়া দেবতা করিলেন তাঁহার শ্রুতি।
মৃদু মন্ডিত ভাষণেই তাহার ভয় আর পূণ্যের ভরা,
খণ্ডিত ওই রক্ত - মাংসে স্রোতস্বিনী ধারা।
হাসিল দেবতা বলিলেন তিনি, দোষ কি আমার একার,
তেত্রিশ কোটি দেবতার পাপে স্বর্গ একাকার।
দ্বারস্থ হইল মানবজাতি দেবতার পানে ওই,
দেখলেন না দেবতা তিনি। হারামজাদারা কই।

সুমন্ত্র জ্ঞাপন করিতে পড়িলাম হাজার হাজার বই ,
যত ঘৃণা আমার জন্য, প্রশংসা জ্ঞাপন করছি ওই।
স্বর্গে বানিয়েছেন অর্থ কি? যদি থাকে ঐ স্বর্গে নর্তকী,
পূর্ণ কোথায় খুঁজে পাব আমি ধরার মাঝে এই,
তারি ছায়ায় এ ধরায় ছারখার মোহ মায়ার ছই।

তারপরেও হাসিল দেবতা, হইল মিথ্যাবাদী,
বিবর্তনের ছোঁয়ায় তাহার কাড়াকাড়ি হয় গদি।
সব পাপ যেন মানবজাতির, পূর্ণ আসে কোথা,
পূণ্যেরজন্যই পাঠাইলেন ধরায়, নাটকীয়তা সেথা।
বিভক্ত হইল মানবজাতি বৈষম্যের প্রথা,
নিষ্পাপ মানবজাতির পাপ যাইবে কোথা?

আমি একবিংশ শতাব্দীর নারী
সাদ্দাম হোসাইন

আমি একবিংশ শতাব্দীর নারী অন্দরমহলে থাকা সুসজ্জিত পরী।
রাতের শেষের দিকেই কপাট খুলতে হয়
নর্তকীর বাজনা এখন বোধ হয় থামল।
স্বামী নামক ভগবানটা ঘরে ফিরে আসতে ঘামলো,
এতক্ষণ লাগে বেশ্যা তোর দুয়ার খুলতে।
ভালোবাসি তোমায় কথাটা গিয়েছি বলতে,
লাথি মেরে ফেলে দিল পালঙ্কের নিচে।
ধরে হাতের মুঠোয় কালো কেশ নির্যাতন করিল বেশ,
রক্তমাখা শরীর আমার পড়ে রইল নিথর দেহ,
ওই ভগবান তা বুঝলো না অন্তর্জ্বালা কেহ।
নতুন দেহে নতুন স্বাদ নারী হচ্ছে ভগবানের প্রসাদ।
নিত্যদিনের সৌন্দর্যে সবাই কাড়াকাড়ি
আমি একবিংশ শতাব্দীর নারী,
আমি একবিংশ শতাব্দীর নারী।

আমি একবিংশ শতাব্দীর নারী,
ঘোমটার অন্তরালের পরী।
আমি দেখিনি কখনো আলিঙ্গন,
দেখিনি কখনো সমঝোতার সংক্ষেপণ।
সংসার মানে বুঝেছি বাপ তুলে কটাক্ষ করে বলা,
পুত্রসন্তানের জন্য যত অবহেলা।
হৃদয় দগ্ধতা হয়েছে প্রশংসা হয়নি একটি বার,
যত প্রেম ভালোবাসা গেছে সব ভগবানের দ্বার।
পুরোহিত মশাই এর কাছে পাঠিয়েছে আমায়,
পূণ্যতা লাভের আশায় শাড়ির আঁচল কামায়।
ঘরের ভগবান বারবার হয় অসন্তুষ্ট,
যদি পুরোহিতের দানে হয় একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ।
তাতে নাকি প্রজন্ম তাতে নাকি পূর্ণ,
সতিত্বের খাতায় আমি এখন শূন্য।
পুরোহিত করল লাভ আমার শুধু পাপ।
আমি অভাগিনী আমি ভিখরীনী
আমি একবিংশ শতাব্দীর নারী।

আমি একবিংশ শতাব্দীর নারী।
সতীত্ব নিয়ে কাড়াকাড়ি।
মূর্তির পায়ে যদি নারীবলি হয়, পায় পূণ্যতা লাভ,
তবে আমি সতী আমি সত্যি কিসের এত পাপ।
রক্তের প্রবাহিত ধারায় আমার জীবনটা গড়ায়।
আমি নই স্ত্রী, আমি হই দাসী, আমি নই অর্ধাঙ্গিনী
আমি একবিংশ শতাব্দীর নারী,
আমি একবিংশ শতাব্দীর নারী।

অধিকার

সাদ্দাম হোসাইন

অধিকার অধিকার অধিকার,
মানবতা জাগ্রত করার হাহাকার।
কষ্টের স্মৃতি জেলখানার দেয়াল,
দিনমজুরের প্রতি নেই কোন খেয়াল।
এ যেন বাঁচতে চাওয়ার চিৎকার,
হৃদপিণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা ধ্বনী
অধিকার অধিকার অধিকার।

দেখছি যত নামে সমাজ সংস্করণ,
শ্লীলতাহানি করেছে কত অসভ্য আচরণ।
খামছে ধরেছে লোভ-লালসা,
মুখে বলে শুধু সততা সততা।
পথে-ঘাটে লুটাইছে কত নারীর সতীত্ব,
নারী এখন দেখছে তার প্রধানমন্ত্রিত্ব।
যার চলে যায় বুক ভাসে তার অশ্রু নয়নে আঁখি,
আইনের নামে হয়রানি শুধু সবাই দিয়েছ ফাঁকি।
রাজপথে নামছে সবাই অধিকার নিয়ে অস্থির,
চালাও গুলি বুকের ওপর ভেঙে দেও যত ভিড়।
লুটতরাজের রাষ্ট্রে কভু প্রাণ পায় না দাম,
মিথ্যে আশায় ঝুলছে এখন দিনমজুরের ঘাম।
জুতা পালিশে লিপ্ত হয়েছে, আমজনতা স্তব্ধ,
ক্রমাগত ঢালছে রে ভাই শিবের মাথায় দুগ্ধ।

শোষণ

সাদ্দাম হোসাইন

যখন দেখি আর্তনাদ ঘোচাতে শোভাযাত্রা,
ঠাট্টা-বিদ্রুপে লিপ্ত যত শুয়োরের বাচ্চা।
বিষণ্নতার রেশ কাটতে না কাটতেই ঈর্ষা,
নতুনত্বে প্রকাশ পায় উত্তপ্ত লেলিহান শিখা।
এই ধারায় জাগিছে যত খেঁকশিয়ালের দল,
বহমান গতিতে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে বিবেক অচল।

সম্প্রদায় টিকাতে যাদের টইটম্বুর বাণী,
দারিদ্র্যের যাঁতাকলে এসব ই এখন গ্লানী।
মুছে যাচ্ছে অন্ধত্বে উদ্দীপ্ত মেধা,
টিকিয়ে রাখতে হবে যত আছে কুপ্রথা।
ভ্রান্তি যত পাওয়া যায় মেধার মধ্যে ওই,
অতল গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান বই।

করল যত অপমান অবহেলায় শাসন,
দুর্দশার চিত্র দেখে পাতাল কাপে ভীষণ।
বাজনা দিল খাজনা নিল আছে যতক্ষণ,
ভ্রান্তিই রাজনীতি, করতে হবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।
কে দেখাবে আলো আমায় অন্ধত্বের বেলা,
পিঠের ছাল উঠে গেল আমায় মেরে ফেলা।

বিভৎস ঐরূপ আমি দেখেছি যতবার,
পাইনি বিধাতা আমি ঠাই তোমার।
যত আছে জ্বালা দাও প্রভু আমায়,
শুধু আমার একটু সইতে হবে দুঃখের সময়।

পথশিশু

সাদ্দাম হোসাইন

কাগজ টোকাই, কাগজ খাই,
কাগজ পেতে ঘুমাই।
পথশিশুর জীবনরে ভাই
পথেই কেটে যায়।
লুটতরাজের রাষ্ট্রে আবার
অধিকার চাওয়া,
শুনবে না কেউ দুঃখ আমার
তখন সবাই হাওয়া।
ভোগ-বিলাসে জীবন যাদের
দুঃখ তাদের কিসে,
মা আমার স্বপ্ন দেখে
শুধুই মিছিমিছে।

ভোরবেলাতে ঘুম ভাঙে মোর
বুটের লাথি খেয়ে,
চোখ খুলতে পাইনা সময়
দৌড় দিতে হয় ধেয়ে।
দিনের পরে দিন আসে যায়
স্বপ্ন পড়ে বাঁধা,
দেশের স্বপ্ন দেখায় আমায়
জনসভায় দাদা।
ক্ষুদার জ্বালায় ঘুম আসেনা
চোখের সামনে দালান,
এ দিকে দয়াকরে ভগবান
স্বর্গ থেকে একটা রুটি ফালান।

মিথ্যাচার

সাদ্দাম হোসাইন

মিথ্যার সিন্ধুর পাশেই বসবাস
জাগ্রত হবে কি এ জাতির আবাস।
মৃত্যু কে আজ পিছে ফেলে সামনে যাচ্ছি চলে
কঠিন থেকে কঠিনতর লোকে সবাই বলে।

উঠিছে আজ লোকচিত্রে জীবন বীভৎস ময়
জ্বলিয়া উঠেছে ওই সিন্ধুতীরে আবাসনে যত সয়।
বিকলাঙ্গ হয়েছে জাতি শোনো শোনো ঐ দুর্গতি
ফুলকি ফুটিয়া আসবেনা আলো হবেনা উন্নতি।

মিথ্যাচারের বসবাসে আজ, সবাই মিথ্যাবাদী
এ সভ্যতার মিলবে কি একটি সাম্যবাদী।
পারি না করিতে বিরুদ্ধচারণ
করিতে হবে দাসত্ব বরণ।

এক শতাব্দি কেটে গেল আসছেনা কোন আলো
পরিবর্তনে যা চলছে সবই জমকালো।

নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হবে এ যেন কল্পকথা
ভার নিয়েছে অন্ধ মানব জাতি পেল ব্যথা।
নতুনত্ব করে করে মরিল মূর্খ জাতি
কে হবে ঐ সিন্ধুপারের নতুনত্বের সাথী।

ভুক্তভোগী

সাদ্দাম হোসাইন

সমাজ সংসার আজ মিথ্যাচারের দ্বারপ্রান্তে,
ঘুম ভাঙেনি এখনো সমাজপতিদের।
জানি আসবেনা আলো,
সামাজিক প্রতিচ্ছবি এখনো কালো।

বিবেক এখনো হচ্ছে ম্লান,
স্বর্গ মাত্রায় ভুক্তভোগীদের হবে না স্নান।
নিষ্ঠুরতা জাগছে রে ভাই প্রেম যাবে কোথা,
বিলীন হয়ে যাচ্ছে রে সু সামাজিক প্রথা।

আসুন একটু কর্ম নিয়ে বলি, যারা এখন ভুক্তভোগী,
তাদের দিকে খেয়াল রেখেই পতি হচ্ছে ত্যাগী।
নিজের বাজনা বাজিয়ে গেলাম মানুষ কি আর বলে,
জানি জানি থাকবে ওরা সমাজের নিচু তলে।

নিয়ম করে জীবন চলা নিয়মের কথা বলা,
এসব তাদের হার মানালো বায়জি বাড়ির মালা।
সংবিধান মানবে যারা অভাব তাদের দেয় তাড়া,
ভুক্তভোগী হল রে আজ অমানবিক ন্যড়া।

খেয়ে খেয়ে আনন্দ রে, না খেয়ে হয়ত ত্যাগী,
আমরা এখন আমজনতা আমরা ভুক্তভোগী।

মুক্তির সন্ধানে

সাদ্দাম হোসাইন

রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে জীবনযাত্রার সই
আমি নির্বোধের সাথে আর নই,
দেখো মুক্ত বিহঙ্গ ডাকে ঐ।

উচ্ছলতায় ভরে গিয়েছে পিছু টানবে কে।
যারা মুক্ত মাদল বাজাতে চায় তাদের ডেকে লই।

যারা প্রার্থনার ঘোড়া ছুটায়
অন্ধকারে মুকুট লুটায়।
রুদ্ধ হচ্ছে রুদ্ধ তাদের,
কূল কিনারা কোথায়।
দিচ্ছে যেথায় বিবেকের গায়ে ধূলি
লিখব কি যে লিখব কি আর বলি।
পুস্তক পড়ে যাদের বিদ্যা কলঙ্কিত
এই মহিমা দেখে আমার হৃদয় পুলকিত।
যখন বলে উন্নয়নের ধারক বাহক তিনি,
মূর্খরা সব বলে ওঠে তিনি মহাজ্ঞানী।
জ্ঞান কিরে মশাই এতসব হাস্যরস,
ঐ জ্ঞানী তাদের করেছে এখন বস।
জ্ঞানী, (বলছে)...
আসুন একটু সমাজ নিয়ে ভাবি
জানি গো জানি এই সমাজে কি করতে হবে,
আধিপত্য আমার 'ই' ভাই কিছু করতে হবে জবেহ্
পাপের আবার বালাই কি সে পূণ্য হবে সবেহ।

ছন্নছাড়া

সাদ্দাম হোসাইন

কিছু সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ অর্পিত হলো
আমার ওপর আমি এখন বাকরুদ্ধ।
যা-কিছু দায়িত্ব ছিল তা আজ ছন্নছাড়া।
হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি শীতল পাটির ওপর।
আমি আজ বাকরুদ্ধ,
দ্বিধার জরদা ছিন্ন করে আজ আমি যাযাবর,
মুষ্ঠির মাঝে কিছু বালু নিয়ে আজ সাহারার প্রান্তর।
উড়িয়ে দিয়েছি আলোর কুন্ড,
হৃদয়ের মাঝে গচ্ছিত রাখা ভূখণ্ড।
হয়তোএ দিনটি প্রাপ্য ছিল না আমার
আমি দ্বিধার সাগরের যোদ্ধা অনির্বার।
শৈশব থেকে বার্ধক্যে এনে দিয়েছে কাল,
সর্বদা আমি অনিয়ম উচ্ছল।

দূর থেকে আমায় কে যেন বলছে ডেকে,
ওরে উন্মাদ তৈরি 'হ' তৈরি,
আমি নাকি এখনো বিভাজন থেকে বৈরী।

কোন পথে যাবো আমি কে দেখাবে হাল,
দৃষ্টান্ত এখন মহাভারত জাল।
তুমি অশ্রুসিক্ত হয়ো না প্রিয়তমা,
তুমি কি জানো তোমাকে দেয়া হয়েছে ক্ষমা।

স্বস্রোত অগ্নিবীণা

সাদ্দাম হোসাইন

স্বস্রোত অগ্নিবীণা
এক অভিন্ন পরমসত্তা।
একটি জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধনের আক্ষেপ,
সত্তার খোঁজে প্রাণবন্ত সততার প্রলেপ।

বীভৎস লেলিহান করুণ শিখায়
তুমি করুণ সুরে অগ্নিবীণা।
জ্বালাময়ী অনলে মুক্ত করে দাও
সত্তার প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস
তুমি শাশ্বত অগ্নিবীণা
তুমি স্বস্রোত অগ্নিবীণা।

বিশ্বমায়ের অঞ্চলে বিশ্ব ভূমিতে
তোমার ভূমিষ্ঠ, তোমার পদচারণা
স্নিগ্ধতায় আলোকিত হোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
তুমি প্রাণের জ্যোতি, তুমি উর্বর উর্বশী।
তুমি আপন সত্তায় বেজে ওঠো প্রাণের অগ্নিবীণা।

তুমি ভাতৃত্বের বন্ধনে,
তুমি আলোকিত নক্ষত্রে।
তুমি প্রাণের তুমি মানবের।
তুমি অহিংসায় তুমি ধর্মনিরপেক্ষতায়।
তুমি বেজে উঠবে ক্ষণে ক্ষণে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে।
তোমার প্রেম বন্ধনের মুগ্ধ হবে এই দেশ, এই পৃথিবী।
তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী, তুমি কালের নিয়মে জন্মানো মহা জননী।
তুমি অগ্নিবীণা তুমি অগ্নিবীণা তুমি প্রাণের স্বস্রোত অগ্নিবীণা।

প্রেমের উষ্ণতা

সাদ্দাম হোসাইন

আমি পাগল বদ্ধ পাগল উন্মাদ হয়ে
দিশেহারা হয়েছি প্রিয়তমা তোমার জন্য।
আমার বলিষ্ঠ প্রেম উৎসর্গ করতে চেয়েছিলাম তোমার জন্য
তুমি বরাবরই নাকচ করে দিয়েছো স্বর্গসম প্রেমকে,
আমি তোমার যৌবনের ঢেউ দেখেছি
কিন্তু ঢেউগুলো আমার শরীরে আছড়ে পড়তে আকাঙ্ক্ষা করিনি কোনদিন।
কোনদিন দেখতে চাইনি চিরযৌবনা থেকে তুমি হারিয়ে যাও।
কোনদিন চাইনি বার্ধক্য তোমাকে গ্রাস করে ফেলুক।
তার পরেও প্রিয়তমা তোমার স্নিগ্ধ হাসি আমি দেখতে পারিনি কোনদিন।
সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো নিজের মাঝে লুকায়িত করে,
নিজেকে উপস্থাপন করতে চেয়েছি তোমার কাছে বারবার প্রেমিক রূপে।
হয়তো এই প্রেম ছিল সর্বগ্রাসী রূপে,
হয়তো এই জীবন তোমার হাতের নিখুঁত আলপনার রঙিনত্ব খুঁজে পাবে না কোনদিন,
তারপরও ভালবেসে যাচ্ছি ভালোবাসার আশায়।
হয়তো তোমার মন মন্দিরে প্রস্ফুটিত হয়নি এই প্রেমের গোলাপ ।
হয়তো বা হতে পারতাম তোমার অবলীলায়,
কাম পুরুষের ন্যায়, ঠিক তখনই।

তোমার হৃদয় ছোঁয়ার আগেই দেহ স্পর্শ করে ফেলেছি,
ঠিক তখনই আমার নিঃশ্বাস গুলো তোমার ঘাড়ের উপরে আছড়ে পড়ছিল।
উত্তপ্ত নিঃশ্বাস গুলোকে আমাকে উষ্ণতায় ভরিয়ে দিল তোমার ছোয়ায়।
আমি ক্রমশ হারিয়ে যেতে চাচ্ছি তোর অতল গর্ভে,
দিগন্ত থেকে দিগন্তে,
তোমার প্রাণবন্ততা ফুটে উঠছে তোর বক্ষের নরম স্পর্শে।
তোমার মুখের কামার্ত শব্দই আমি মেঘের গর্জন শুনতে পাচ্ছি,,
শুনতে পাচ্ছি, প্রবল বৃষ্টির ধারাবাহিকতা।
ভিজিয়ে দেবো আজ সব ভিজে যাব আমিও,
এই বৃষ্টিতেই পূর্ণ স্নান করবো তুমি আর আমি।

উৎসর্গে: মোহন গুলজার (নরওয়ে)

প্রিয়তম

সাদ্দাম হোসাইন

এমন করে চেয়ে আছ কেন কামুক দৃষ্টিতে?
সতী সাবিত্রী স্ত্রীর মত
রুক্ষতায় ভাসিয়ে দাও না একবার।
তার পরেও এমন করে চেয়ে থাকবে?
কিসের এত হাহাকার তোমার কিসের এত পরাজয়?
তোমার জয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে আমি অবস্থান করছি।
তোমার জয় সুনিশ্চিত কারণ সেখানেও আমার আলিঙ্গন।
প্রতিদিন একবার হলেও ললাটে সিঁদুরের ন্যায়
বীর্য মেখে বলবে আমি সর্বদাই সতী সাবিত্রী স্ত্রী।

সর্বদাই তুমি আমার ত্রাসের অঙ্গনা।
সর্বদাই তোমার হাতে বিদুষীর কঙ্গনা।
স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে আমায় উষ্ণতায় ভরিয়ে দেবে।
আমি শুধু আমার নিথর দেহকে তোমার আলিঙ্গনে জন্য প্রস্তুত করে রাখবো।
যখন তুমি আমার উপরে বসে আলিঙ্গনে ব্যস্ত হয়ে পড়বে
ঠিক তখনি আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাবো
শতবর্ষী নক্ষত্র জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

শুধু একটি মাত্র উল্কাপিণ্ড, সেই নক্ষত্রের ঘর্ষনে
তৈরি করার অপেক্ষায় বিশাল এক জলপ্রপাত।
সেখানেই স্নিগ্ধতায় সাঁতার কাটবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম।
অমন করে চেয়ে আছ কেন প্রিয়তমা?

নক্ষত্রের অপলক দৃষ্টিতে হারিয়ে যাবে
ভুপাতিত হবে হাজারো উল্কাপিণ্ড তারপরেও,
তারপরেও একত্রিত হয়ে তুমি আমি হারিয়ে যাব সেই কৃষ্ণগহ্বরে,
সেই কৃষ্ণগহ্বরে,
অমন করে চেয়ে আছ কেন প্রিয়তম?
এটা কি মিলন নয়,
এটাকি শীতল থেকে উষ্ণতায় ভরিয়ে দেয়ার ছোয়া নয়?
এটা কি একে অপরের বন্ধন সৃষ্টিতে আবদ্ধ ভূমি নয়
অমন করে আছো কেন প্রিয়তম?

উৎসর্গে: মিথুন ভাই (দাঁড় কাক)

মূর্খের দল

সাদ্দাম হোসাইন

চেয়ে দেখো ওই মূর্খে রদল,
আনন্দ উল্লাস কোন দিকে যাচ্ছে,
রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে
ধর্মের আধিপত্য বিস্তার,
মানুষে মানুষে সমাগম সৃষ্টি হয়না,
হয় ধার্মিকে ধার্মিকে।
বেঁচে আছে ধর্ম তার আপন হৃদয়ে,
রক্তপাত নির্গত হচ্ছে হৃদয়ের ওপর পাশ থেকে।
মূর্খের অনাসৃষ্টিতে অট্টহাসি দিছে রাষ্ট্রব্যবস্থা।
যে করেই হোক আরব্য শাসনব্যবস্থা টিকাতে হবেই বাংলায়,
যে করেই হোক জান্নাতের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা
করতে হবে এখনই, রক্তপাতের মধ্য দিয়ে।
এ রক্ত পাত তাদের কাছে পূণ্যের স্রোত
এ রক্তের স্রোতে ভাসবে জান্নাতের তরীখানি।
এখানে এখনও উর্বর হয়নি মনুষ্যত্ব, মানবিকতা।
শুধুমাত্র উর্বর হয়েছে ধার্মিকতা, অজ্ঞতা।

ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

মাহমুদ হাফিজ

হে গ্রথিত ঈশ্বর- কতটা নীরবতা চাও তুমি?
কতটা নীরব হলে পরান ভেজাবে লোনা রক্তের জলে?
কতটা নীরব হলে মৃত্যু উৎসব করবে জীবনের অঙ্গনে?
কতটা কষ্টের দামে
কতটা জখমের দামে।
কতটা মৃত্যুর দামে অর্জিত হবে মহা ক্ষমতার গর্জন?

আর কত সভ্যতা বিচূর্ণিত হলে তুমি তৃপ্তি পাবে?
আর কতটা মানবতা লঙ্ঘনে তুমি প্রাণ খুলে হাসবে?
তীব্র আর্তনাদে কতটা মায়ের বুক ভাঙলে তুমি শান্ত হবে?
আর কত বোনের ধর্ষিত চিৎকার শুনলে তুমি নীরব হবে?
আর কতটা রক্ত চাও বলো? কতটা যুদ্ধের দামামা?
বদর, খন্দক, খায়বারের মত ঘৃণিত হত্যাযোজ্ঞ
কিম্বা গাজওয়ে হিন্দু'র মত আর কতটা অনৈতিক
যুদ্ধের নির্দেশনা চাও?
আর কতটা রক্তের খেলায় মত্ত হয়ে খেলবে তুমি যুক্তিবিহীন খেলনা পুতুল?
আর কতটা মৃত্যুতে উল্টো হাতে ঘোরাবে তীব্র লাটিম?
কতটুকু খামখেয়ালি ক্ষমতার মহিমায় মগ্ন হবে পরান?

মনে রেখো আমরা মানুষ এই পৃথিবীর সন্তান-
মানবরূপী ব্রহ্মা-ভগবতীর প্রেমলীলার ফসল কিম্বা
লিলিথ-ইভ ও হাওয়ার গন্ধম কৌতুহলের প্রেমলীলায়।
আদমের ঔরসে মানব সৃষ্টির সূচনা হয়নি।
আমরা আজ জানতে পেরেছি মহাবিশ্বেরগঠন ;
জানতে পেরেছি প্রাণিকুলের সৃষ্টিতত্বের উৎস।

আজ যুক্তি-দর্শনের প্রয়োগ আমাদের মস্তিষ্ককে
প্রশ্নবোধক ধারণার পথ তৈরি করেছে।
বিজ্ঞানের আবিস্কার সুগম করেছে প্রমাণের পথ।
আধুনিক সভ্যতা আমাদের এনে দিয়েছে সুশিক্ষা-
সেই শিক্ষার শক্তি নিয়ে আমরা দাঁড়াব আজ
সত্য-মিথ্যা প্রমাণের কাঠগড়ায়।
প্রাচীন মিথের অলৌকিক শ্লোকের উন্মত্ততা ভুলে
ফিরে আসব বস্তুজগতের বাস্তব পৃষ্ঠায়।

প্রাচীন মিথের অলীক শ্লোকের পেলব বাণীতে
আর কতদিন আমাদের মেধা বিকৃত রাখতে চাও?
কাল্পনিক জগতের এক বিস্ময়কর বহ্নির ভয়

আর বেশ্যালয়ের নগ্ন গণিকার লোভ দেখিয়ে
ঢাকতে চাও অসহায় হৃদয়ের ব্যাকুল বিক্ষোভ?
আর কতদিন ভুল বোধে ভুল চেতনায়
আমাদের পেশীগুলো অকেজো রাখতে চাও?
লুকাতে চাও বুকের চিৎকার, ক্লান্তি আর কষ্টগুলো!
প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে তরবারির আঘাতে
আমাদের চোখ আর কান বন্দি করতে চাও?
সত্য বলায় আমাদের জিভ কেটে দিতে চাও?

মনে রেখো আমরা রূপকথায় নয় বাস্তবে বিশ্বাসী
রক্তের গন্ধে নয় ফুলের ঘ্রাণে ভালোবাসা খুঁজি।
আমাদের হাতে সম্মিলিত মানুষের বিক্ষুব্ধ হৃদয় ;
আমাদের ধমনীতে সঞ্চিত বারুদ, তুমুল আগ্নেয়াস্ত্র!
আমরা জ্বলন্ত বুকে বয়ে চলি বিস্ফোরণের জ্বালা।
তবু তরবারির আঘাত কিম্বা অলৌকিক হুংকারে নয়
ভালোবাসার আঘাতে পূর্ণ করব মানুবিক পৃথিবী।

কবিতার ঈশ্বরী

মাহমুদ হাফিজ

আমার প্রার্থণা বেদির পবিত্র লগ্নের প্রতিটা দীর্ঘশ্বাস
উৎসর্গ করি তোমার নাম জপে-
তোমাকে উপলব্ধি করি মনভূমে, দূরত্বের অবস্ত নিকটে;
ধ্রুব সত্যের মতো আমি প্রণয় পূজারী
বসেছি হৃদয়ের জায়নামাজে নিস্তব্ধ নিঝুম একা।
তর্জনীর ইশারায় দ্বিখণ্ডিত চন্দ্রের কলঙ্কিত দাগ হয়েও
কেউ হতে পারেনি আমার কবিতার প্রিয় পঙতিমালা,
হয়েছে শুধু ঘৃণার উপমা আর বিদ্বেষী বর্ণমালা-
হয়েছে হৃদয়ের শেকড় উপড়ে ফেলা করুণ চিৎকার
মহাকালের পথ ধরে হেঁটে যাওয়া বীভৎস অভিমান।
কোনো মিথপুঞ্জির ঐশ্বরীক শিল্পকলার ফসিল থেকে নয়-
সংগ্রামশ্রী প্রণয়ী অমৃতাক্ষরে লেখা হৃদপিণ্ডের অনুবাদে
পথপ্রদর্শক তুমি চিরচেনা বন্দনার ভালোবাসা;
আমার চির-চুম্বনরত উষ্ণ অধরে লেগে আছো তুমি
হে কবিতার ঈশ্বরী আমার, আমার প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক।
তোমাকে ঢেকে রেখেছি নফসের পর্দার আড়ালে
যেমন ঝিনুকের ভাঁজে লুকিয়ে থাকে সুরক্ষিত মুক্তা।

তুমি না থাকায় হে ঈশ্বর

মাহমুদ হাফিজ

অলৌকিক ফ্রেমে বাঁধানো প্রতিক্ষামান প্রেক্ষাপট
কুসংস্কারের পেন্ডুলামে অযত্নে গড়ায় দিনরাত্রি।
চেতনার দরজায় করাঘাত করে
বিশ্বাসের এ্যালবাম খুলে বিপরীতে দেখি
বাক্সবন্দি অপ্রয়োজনীয় একগুচ্ছ প্রাচীন মিথের শ্লোক।

নিশিদিন জুড়ে জেগে থাকা মূল্যহীন সময়ের অপচয়
আমি এভাবে ভাবিনি তোমায়, তোমার না থাকা ক্লান্তি
ঘুম ভাঙা চোখে মনে কি পড়ে না সেই অনর্থক প্রার্থনা!
তোমার অলৌকিক হুংকারে নতজানু হওয়া।
পৃথিবীর দিনরাত্রি কখনো জানবে না তোমার অভাব
আঁধারের অণু মিশে থাকা তুমিহীন জীবনের নষ্ট ঠিকানা।

হে ঈশ্বর তুমি না থাকায় অভিমান যতো জমা ছিলো
গ্লানিমাখা ঘৃণার আঘাতে সব খুলে ফেলে দেই
অনায়াসে খুলে ফেলি ঘুণে খাওয়া নষ্ট হৃদয়;
তোমার নামে রচিত চটিগ্রন্থের প্রতিটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ছিঁড়ে
ভুলে থাকি তোমার ভুল প্রতিশ্রুতির শেষতম কথা
আরব্য রাজনীতির পায়ে আমার উষ্ণ সমর্পিত প্রাণ
ভেঙে ফেলি মিথ্যে মানবতার গড়া সেই অলীক বিধান।

চেতনার ভেতরে জ্বলে প্যারাডক্স, অতন্দ্র জীবন
দিন যায় প্রতিক্ষায় কাটানো অনন্ত সে মানবিক দিন;
শুধু পড়ে থাকে তুমিহীন কাঁটা বেষ্টিত একান্ত পথ
অধার্মিক জীবনের একাকী ছুঁটে চলা।

মানবিকতা

মাহমুদ হাফিজ

কতোটুকু নিয়ন্ত্রণে রেখে দিতে হবে মানবিকতা
ধর্মীয় কুসংস্কারের দায়ভার বুকে নিয়ে
মিথ্যের কাছে কতোটুকু নতজানু হবো
করজোড়ে দণ্ডিত আসামির মতো?
কখনো কি ভেবে দেখেছি?
আসমান কোন বেহেশতী কিতাব নয়
ধর্মগ্রন্থের পেলব বাণীতে কোন নৈতিকতাও নেই!
তবুও অন্ধ-বিশ্বাসের অজুহাতে
তার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে মেঘ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
ধর্ম আবিষ্কার স্বার্থ উদ্ধারের পথ সহজ করেছিল
গ্রথিত ঈশ্বরের কাল্পনিক হুংকারের প্রতিধ্বনি দিয়ে
নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল একদল স্বার্থান্বেষী ফানুস।
হিন্দু-মুসলিম ইহুদি-খ্রিষ্টান শিখ পারসিক অবেস্তা
পৃথিবীতে তাঁরাই বাজিয়ে ছিলো যুদ্ধের দামামা।
মরুভূমির বালি শুষে ভাইয়ের রক্ত দিয়ে ভাই
ধুয়ে মুছে পবিত্র করেছিলো ঈশ্বরের অশুদ্ধ শরীর;
পেরেক গেঁথে যীশুকে ঝুলিয়েছিলো ক্রুশ কাঠে।
তরবারির মাপকাঠিতে মেপে বেহেশতের নমুনা
ঈশ্বরের নামে মানুষ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে যাঁরা;
তাঁরাই একদিন হত্যা করেছিল এবাদত রত খলিফা
আলী, ওমর, ও ওসমান'কে।
জানা নেই আর কতটা রক্ত চায় রচিত ঈশ্বর!
কিসের অভিমানে দাম্ভিকতার মোহন সাগর
নেচে ওঠে আক্রোশের দারুণ দহনে?
যেন মুখের আদলে মেখে আছে অচেনা আবারণ।
হে মানব সন্তান
খুলে ফেলো সব দ্বিধাবোধ, প্রতারণার দেয়াল;
গ্রথিত ঈশ্বরের প্রতারক দেবালয় ছেড়ে
দাঁড়িয়ে যাও, মানবতার দরজায়;
অস্তিত্বহীন ঈশ্বর রেখে প্রার্থনা করো সত্য মানুষের।
কল্পিত সপ্তকাশের অন্ধ-বিশ্বাসে মুগ্ধ না হয়ে
প্রসংসা করো বস্তুজগতের, এক সভ্য পৃথিবীর।
রক্তের গন্ধ আর তরবারির আঘাতে নয়
শুধু নিঃস্বার্থ ভালোবাসার আঘাত দিয়ে
পূর্ণ করো পৃথিবীর সমস্ত উপত্যকার মানবিকতা।।

আমিও রক্তচোষা ঈশ্বর

মাহমুদ হাফিজ

আমি যুগে যুগে পৃথিবীর এক স্বার্থান্ধ রক্তচোষা
অন্ধকারের বুকে বয়ে চলা দুর্গন্ধময় পুঁজঝরা ক্ষত।
মানুষের কাঁচা মাংস খাওয়া
আশ্চর্য সেই দ্রাবিড়ীয় শতাব্দী উত্তীর্ণ করে
একবিংশ শতাব্দীতে এসে
আজো পান করি মানবিক রক্ত।

আমি পৃথিবীর বুকে সহস্র পুনর্জন্মে ফিরে এসে
নির্বিঘ্নে ছুঁড়ে দেই বিভেদের জঞ্জাল।
জন্মান্তরে যুগের স্রষ্টা আমি
রক্ত শোষার এক নব প্রর্বতক
যুগে যুগে আমি এক স্বার্থান্ধ রক্তচোষা
মস্তিষ্কে রক্তের নেশা আমার চির দীপ্তিমান।

আমার স্রষ্টাব্য ধরে রাখার সম্বাবনা নিয়ে
অন্ধের চোখে তুলে দেই ভয়ার্ত আলো
কাল্পনিক আয়নায় দেখাই লোভাতুর মৌচাক।
মৌয়ের নেশায় বিভোর মাতাল
হেসে ওঠে পৈশাচিকতার বীভৎসতায়;
আর আমি নির্বিঘ্নে পান করি মানবিক রক্ত।

বিশ্বাস

মাহমুদ হাফিজ

মননের পিরামিডে মমি করে প্রাচিন নিজেস্ব ধারণা
পৃথিবীর সৌন্দর্য্য আজ বিবর্ণ রাঙা আবিরের রঙে।
জীবনের খোলা রাতে ভারি হয়ে ওঠে বুকের নিঃশ্বাস
ঘাতকের শীৎকারে বীভৎস হয় বিশ্বাসের শরীর।

আজ আমরা সমবেত ভেরার দল
রাজত্ব ছেড়ে দিয়েছি ঘাতক নেকড়ের হাতে
চেতনার অঙ্গনে আজ স্বৈরাচার চলুক প্রথিত ঈশ্বরের
তবু পূণ্যেরউচুশির নতজানু থাক পাপের চরণতলে।

নিঃশ্বাসের খেলাঘরে পড়ে থাক সুবোধের ফুসফুস
মানবতার বুক ভাঙুক বিবেকহীন করাঘাতেড়
যন্ত্রণার বারুদে আজ জ্বলে উঠুক ক্ষুধাতুর পাকস্থলী
সঞ্চয়ের ঝুলি পুড়ে পূর্ণ হোক দালালির যজ্ঞ আরাধন।
বেরালের টোপ দিয়ে শিয়ালের হাতে
শুদ্ধ হোকড় রক্ত স্নানে ধূয়ে নিরাকার ঈশ্বরের শরীর।

শ্লোক

মাহমুদ হাফিজ

চেতনায় লালন করে শ্লোকাত্মক বৈরী ফুসফুস
অনন্ত কর্পূরের মতো দুর্গন্ধ ছড়ায় নিশ্বাসের অভ্যন্তরে
মনস্তাত্ত্বিক পাঁচিলে ঝুলিয়ে প্রাচিন মিথপঞ্জির স্মৃতি
বেপরোয়া দখল দিচ্ছে সভ্যতার নব্য-পেন্ডুলাম।
দাসত্বের রক্ত ছিঁটিয়ে চেতনার পবিত্র শরীরে
যন্ত্রণার বারুদ ঘষে জ্বালিয়েছে বিশ্বাসের প্রস্তর।
জাতিভেদ, সম্পর্কহীন শত্রুতার নাট্যমঞ্চের রণক্ষেত্রে
সাম্যবাদ নেই বলে-
আমি অভিক্ষেপিত অভিনেতা ঈশ্বর বিমুখ পৃথক মঞ্চে
আর গ্রথিত সপ্তাআকাশের কল্পিত স্রষ্টা অট্টহাসিতে
ফায়দা তোলেন আমার নাফরমানির।
আমি আপেক্ষিক সৌন্দর্য্যের মঞ্চায়িত নাট্যে
আজন্ম নৃত্য করি প্রকৃত সেতারের ছন্দে-
হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মত
বিমুগ্ধকর মুরলী সুরে যে সত্যকে আমি বশীভূত করি
সে সত্যের বোরাক আমায় নিয়ে চলে বেহেস্তী মেরাজে,
আর আমি বেহেস্তী অপ্সরীর বর্ননা দিয়ে
গ্রন্থলিপিতে প্রস্ফুটিত করি বেহেস্তী জীবনের শ্লোক।

রক্তক্ষয়ী ইয়ামেন

মাহমুদ হাফিজ

মানবতা বাজেয়াপ্ত করে জনপদে লুট হচ্ছে মৌলিক বোধ ও বিশ্বাস,
লোকালয়ে লুট হচ্ছে সমতার নিসর্গ নিয়ম।
রক্তমাখা ক্ষমতার হাতে পুঁজ, পোকা-ধরা ক্ষত-
অস্ত্রের প্রতাপে গড়া সুসজ্জিত রণক্ষেত্রে
নিয়ন্ত্রিত আজ আমাদের বাক স্বাধীনতা।

কল্পিত বেশ্যালয়ের ফড়িয়ারা নিমগ্ন হয়ে আছে
ভবিষ্যৎ গণিকার খসা জল মেখে
মদের নহরে ভেসে থাকা মূর্খ চ্যালারা বিভোর স্বপ্নে মাতাল,
রমণীদের পায়রা যুগ্নস্তন কামড়ে ধরে।
কি শুনতে ভীষণ অশ্লীল লাগছে তাই না?
আমি কেবল বাক স্বাধীনতা পেলেই অশ্লীল কথা বলি।

পুরানো মিথের অলৌকিক শ্লোকে আসক্তরা
ভয়ংকরতম এই জটিল জগতের মাথা কিনে আছে।
স্বর্গীয় মাছিগুলো নিঃস্ব শরীরের রক্ত থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে,
পিঁপরেগুলোও বাদ পড়ে না।

বাইরে চকচকে ক্ষুধার খরা, খসে পড়ে হাড্ডিসার দেহ
সামান্য খাদ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অসংখ্য রুগ্ন থাবা,
তবু কষ্টবন্দি আর গৃহবন্দি মানুষেরা যার যার অমূলক
স্বপ্নের আঠায় একাকী নিজেদের জড়িয়ে রেখে
দু'চোখে শ্রাবণ ঝরাক মুগ্ধ প্রার্থণায়-

সায়ানাইডের মত বিষাক্ত আরাধনার ধূপ হয়ে জ্বলছি
আমার উপড়ে ফেলা অস্তিত্বের আর কিছুই বাকি নেই,
এই সময়,এই মহাকাল অক্কা যাক শোষণের রসাতলে
তবু রক্তস্নানে ধুয়ে নিক শোষক ঠাকুরের পবিত্র শরীর।

হে ঈশ্বর-মহাত্মারা, তোমরা স্থির থাকো দর্শকের মতো
আমরা তোমাদের কাছে কোন জবাবদিহি চাইব না
এই ধ্বংসযজ্ঞ ইয়ামেনের রক্ত ক্ষরণে।

স্পষ্টতা

মাহমুদ হাফিজ

আনন্দের প্রহসনে আত্ম-আস্তিত্বের খোঁজে
হিমালয়ের চূড়ায় ওঠে হাঁক দিতেই বোধ করি-
ঈশ্বর দুই দিকে তাকিয়ে আছে দ্বিমুখী দৃষ্টিতে;
একদিকে স্বর্গের অন্তহীন সঙ্গম সুখ
আর বিপরীতে জাহান্নামের আগুন সমুদ্র।
আমার রেখায় যে নগ্ন হিমাংশু ভেসে ওঠেছে
অংশু লুকাতে কি তার বসনের অবশ্যকতা আছে?
নাকি সে দীপ্তিমান বলেই বসনহীন অনাবৃত?
পুরানো মিথের পণ্ডিতদের থেকে জেনেছি-
দ্বিখণ্ডিত হিমাংশুর কলঙ্কের সমতুল্য
পবিত্র কোন কেতাব পৃথিবীতে হয় না আর।
চেতনার কপাটের খিল ভেঙে অন্দরে ঢুকে
বোধের দেরাজ খুলে বের করি সেই কেতাব-
আর খুঁজতে থাকি ঈশ্বরের স্পষ্টতা।
মগজের সিঁড়ি বেয়ে জাত বৈসম্যের বাঁধ ভেঙে
যে পাপ আমি অর্জন করেছি-
সে পাপের বোরাখ আমায় নিয়ে গেল সপ্তআকাশের মেরাজে;
আর সেখানে গিয়ে দেখলাম, গ্রথিত ঈশ্বর
তন্দ্রা ঘোরে ফায়দা লুটছেন আমার নাফরমানির।
অতঃপর- আসমান আর পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে
ঈশ্বর ও তার সৃষ্টির মাঝে যে সত্যের স্পষ্টতা দেখি-
তার চেয়েও বেশি স্পষ্ট সত্য দেখি মানুষকে।

পাক সার জমিন সাদ বাদ

মাহমুদ হাফিজ

হঠাৎ কোন এক বিমূর্ত মুখ এসে
কানে ফিসফিস করে বলে গেলো,
স্বর্গীয় গবেষণাগারে আবিষ্কার করে বায়ুপথ
কতটুকু ইমানদণ্ড দাঁড় করাতে পারলে এ জাতি শ্রেষ্ঠ শিক্ষার দাবীদার হয়?
মালুদের এই আকাশ বাতাস খাল বিল নদীনালা পাখি ও ফুলের ঘ্রাণ ভুলে
হিন্দুয়ানী এই সবুজ অরণ্যের সোনালি ফসল উপড়ে
খুরমা-খেজুর বপন করে তরবারি হাতে।
পাক সার জমিন সাদ বাদ জয়ধ্বনি দিয়ে প্রস্তুত করে শরিয়া বিধানের রণক্ষেত্র-
মূর্খতায় কততম নোবেল পদকে ভূষিত করলে
পূর্ণ প্রাপ্যতা অর্জন করতে পারে এই সমাজ এই জাতি?

আচমকা চমকে উঠি! বোধহয় অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছি
এই ভ্রমাত্মক মস্তিষ্ক সজাগ করতেই অনুভব করি স্পন্দিত বুকের শূণ্যতা!
তবে আমিও কি অপরাধী? আমিও কোনো অংশে দায়ী?
বুঝি না, আমদের অস্তিত্ব টিকানোর গুরুদায়িত্ব কার হাতে তুলে দেব?
এই দায়ভার কার কাছে ন্যস্ত করবো আমরা?
দিনভর যাকে তৈলমর্ধন করি- এতোটা তোষামোদ করি!
দিন শেষে তার থেকেই খেতে হয় প্রশান্তির দহনসম গোয়ামারা।
তাকে এত সহজে কি করে ভুলে যাই?

যিনি সবজান্তা সমশের! যার অলৌকিক হুংকারের নির্মূলিত ভয়ে সবকিছু স্তব্ধ হয়ে যায়!
পদ্মাসেতু তৈরিতে লক্ষাধিক মাথা লাগার গুজবের মত
সুবিধাবাদীরা তার নামেও কিনে বসে আছে আমাদের মাথা।
যারই অনুরাগী অনুগামীরা উরুসন্ধির বেয়োনেট দ্বারা শাসন করতে চায় ধর্ষণ সমাজ।

রসাতলে ডুবে আছি আমরা,
ভেসে যাচ্ছে তিলেতিলে গড়া হাজার বছরের সভ্যতা, আমাদের এই অস্তিত্ব।
সুবিধাবাদীর অশুভ ছায়ায় আমরা আজ আড়ষ্ট,
আমরা বধির, আমরা চক্ষুহীন, কোন কিছু বলার অধিকার নেই আমাদের।
তবুও আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে হাসিমুখে মেনে নিই সব অনাচার।
কেননা, তিনিই ঈশ্বর! তার নামেই এতটা নির্মমতা।।

নগ্নতা

মাহমুদ হাফিজ

প্রিয়তী- তুমি প্রসারিত করো তোমার হৃদয়ের ক্যানভাস
দেখি কতটা বিষ দাহ জমে আছে উষ্ণ ব্যাকুলতায়?
কতটুকু দংশন আঁকা আছে ওই অধরে- আঁখিতে?
তোমার স্পর্শে ভস্ম হয়ে মিশে যেতে পারি অমোঘ মেঘে
চিতার চুম্মনরত অক্ষম ক্ষোভ নিয়ে-
যদি বলো ওই নীলকণ্ঠ ওষ্ঠাধর কেবল আমার!
পরিণয় জ্বেলে পোড়াতে পারি আমার নিবেদিত শবদেহ
যতটুকু উষ্ণতায় জন্মের সিঁড়িবেয়ে নেমে আসে শিশু-
আমি সখাত আগুনের নীড় ছুঁয়ে
চুমুক রাখতে পারি বিষের পেয়ালায়-
যদি বলো আমি তোমার আত্মমগ্ন প্রেমের অঙ্গীকার।
তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না এই নিঃশ্বাসের শব্দধ্বনি?
যদি পরস্পরকে ভালোবেসে একাকার হয় হৃদয়
তবে শুনবে আর্তনাদ, অনুরাগী ফুসফুসের বিলাপ!
নগ্ন চোখ যদি নগ্নতা দেখে, তবে দোষ কোথায় বলো?
হীরা দিয়ে হীরা আর সোনা দিয়ে হয় যদি সোনা
তবে নগ্ন দৃষ্টিতে পবিত্র হবে না কেনো নগ্নতা?

রথ

মাহমুদ হাফিজ

স্বাচ্ছন্দ্য অধিপতির আত্মকেন্দ্রিক আলোকবর্ষ
ধূর্মরাশিতে জ্ঞানশূন্য বাতাসে উড়ায় সমগুণ বাণী
সন্ধ্যাকাশে নক্ষত্রের আলো- আঁধারির খেলায়
জোৎস্নার স্বতন্ত্র উজ্জ্বলতায় স্বচ্ছ হয় আপন রথ।
জীবনের পেন্ডুলামে সঞ্চালিত নিরলস তিন প্রহরী
প্রাচিন রথের মত স্থিরচিত্তে বয়ে চলে বয়সের লাগাম।
হঠাৎ দুর্বিনীত তিমিরপুঞ্জের আত্মগগণ ছিঁড়ে
স্ফুলিঙ্গের মত ঝরে পড়ে এক বুক অনন্ত জ্বালা।
আমি পাহাড়ের ঝরনা স্রোতের মত ছুটে চলি
অজানার আবরণ খুলে দেখতে
ভীতিকর অসহায় হয়ে অন্দরে চেয়ে দেখি
কষ্টের দন্তে কেনা আলোক ছায়া পড়ছে উল্টো রথে,
মশার স্বভাবে বসে গণ্ডারের চেতনার ভাঁজে
রক্ত খেয়ে, অঙ্গনার খদ্দের খোঁজে আত্মঘাতি ফাড়িয়া।
আমি দেওলিয়া হয়ে ছুটে যাই অতুল মজলিশে
পূর্বের নিস্তব্ধ মননে জেগে ওঠে সত্য বীণার সুর
যে সত্যের সুর আমায় নিয়ে চলে ঈশ্বর বিমুখ রথে।
মগজের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখি গ্রথিত ঈশ্বর
সপ্তআকাশে বসে উপহাস করে আমার নাফরমানির।

অলীক ডোর

মাহমুদ হাফিজ

চিহ্নহারা পথে আমায় টানছে যে এক অলীক ডোরে
অদৃশ্য এক সত্তা খুঁজে ছুটে বেড়াই তাহার ঘোরে।
অগোচরে গঠন করে ভণ্ডামির এক মোহন মেলা
ছদ্মবেশে আমায় নিয়ে খেলছে আহা দারুণ খেলা।

অন্ধকারের ভয় দেখিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে বাঁধল জোড়া
কল্পনাতে লোভ দেখিয়ে জীবন আমার করল ফোঁড়া।
মনগড়া সব যুক্তি দিয়ে পক্ষে নিলো সকল বেলা
না বুঝিয়া অচিন পথে ভাসাই আমার চেতন ভেলা।

অন্ধকারে ছুটতে থাকি উমেদারির পিছে পিছে
হঠাৎ করে চোখ মেলতেই দেখি যে তার সবই মিছে।
সাহস করে বললাম আমি থাকনা তুই তোর লক্ষ্যমতে
যুক্তিনির্ভর এপথ ছেড়ে চাই না যেতে কক্ষপথে।

রক্ত নেশার তরবারিতে স্বার্থসিদ্ধ করছে জয়
অলৌকিক সব কুৎসা রটে অন্ধকারের দেখায় ভয়।
রূপকথাতে বিশ্বাসী নয় অন্ধকারে বিস্মিত নয় ডরে
বাস্তবতায় আসলে ফিরে সঠিক জীবন উঠবে ভরে।

ভ্রান্ত বিশ্বাসের ক্ষয়কাস

মাহমুদ হাফিজ

পৃথিবী জুড়ে গড়ে উঠেছে এক বিচিত্র বিশ্বাসী জগৎ
যার ফুসফুসের অন্দরে বাজে অন্ধকারের নিঃশ্বাস।
অলৌকিক অন্ধারের রহস্যময় দুরারোগ্য সংক্রমণ
সুকৌশলে ঢেকে দিতে চায় আলোকিত বস্তুজগৎ।
প্রাচিন মিথের অবাস্তব শ্লোকের উন্মত্ততায়
গ্রথিত ঈশ্বরের নামে কিনে নিতে চায় মানুষের মাথা।
যদিও জানি, রচিত সপ্তকাশের আরশ হতে
কোনো অলৌকিক ফেরেশতা কিম্বা দেবদূত
এখনো নেমে আসেনি মানুষের পৃথিবীতে।
তবুও চেতনার শরীরে লালন করি আপেক্ষিক দুর্ভাবনা
আজন্মকাল ধরে মগজে কুড়িয়ে রাখা পৃথিবীর সমস্ত অভিশাপ নিয়ে
ভ্রান্ত বিশ্বাসের ক্ষয়কাসে পরলৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তি রচনা করি।
মস্তিষ্কে পূর্বপুরুষদের রক্ত নালিতে জমে থাকা সঞ্চিত বিষাদ নিয়ে
বাস্তবতা ভুলে পড়ে থাকি কল্পিত ঈশ্বরের মুগ্ধ আরাধনায়।
অথচ, আমরা কখনো ভেবে দেখেনি
সভ্যতা ভেঙে ভেঙে গড়ে ওঠা ঐশ্বরিক মিথপুঞ্জিতে
কোন নৈতিকতার শ্লোক কিম্বা মানবিক পৃষ্ঠা নেই।
আমরা কখনই ভেবে দেখেনি-
সম্মিলিত মানুষের মধ্য থেকে ধূর্ত শেয়ালের মত
কিভাবে আড়াই চালে পেরিয়ে গেছে রঙিন ফানুস!
যাঁরা পৃথিবীর সরল মানুষদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে
যাঁরা পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষদের সাথে প্রতারণা করেছে
যাঁরা পৃথিবীর মানবিক ভূ-খণ্ডে সংকীর্ণতার দহন বীজ বপন করে
শান্ত পৃথিবীতে ছড়িয়েছে ঘৃণা-বিদ্বেষ আর হিংসা-কোলাহলের ফসল।
তাঁরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে ঈশ্বরের নামে মাথা কিনে
মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে গোলামির শিক্ষাযন্ত্র-
মানুষের মস্তিষ্কে জুড়ে দিয়েছে হৃদয়হীন ধর্মের আচার।
যে ধর্মের করাল কলে কাঠের ফালির মত
বিভক্ত করেছে মানুষের জাতিভেদ-
যে ধর্মের শোষণ চাকায় পিষে দিয়েছে মানুষের নৈতিকতা।
যে ধর্মের আঘাতে কাচের টুকরোর মত বিচূর্ণ করেছে মানুষের মানবিকতা।
তবুও আমরা বাস্তবতা ভুলে বন্দনা করি রূপকথার

লৌকিব সত্যতা ভুলে বন্দনা করি কাল্পনিক অলৌকিকতার।
অস্তিত্বহীন এক ঈশ্বরের নাম জপে পড়ে থাকি অসুস্থ দেবালয়ে
আর অনার্থক আরাধনায় নষ্ট করি আমাদের মূল্যবান সময়।
আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি!
যাকে ভাসিয়েছি মায়ানদীর দয়ার স্রোতে
সেই স্রোতেই উজাড় হয়েছে কত সভ্যতা, মহাকাল!
ধ্বংসের ফনিল তুফানে হারিয়েছে কত গ্রাম লোকালয় হত্যায় দুর্ভিক্ষে!
পেরোতে পেরোতে মহাকাল, আধুনিক সভ্যতার অঙ্গন
স্মৃতির ভেতরে বেজে ওঠে গান, যুদ্ধের দারুণ দামামা।
সমস্ত আকাশ জুড়ে ভেসে ওঠে অমানবিক অত্যাচার
পৃথিবীর বাতাসে ছড়ায় রক্তের গন্ধ,
অসহায়দের কান্নার করুণ ভেজা ঘ্রাণ।
তবুও একবিংশ শতাব্দী পেরিয়ে আজও পড়ে আছি
হাজার বছরের প্রাচীন মিথের নিবেদিত ধূলোয়।

নির্বাসিত কবি

মাহমুদ হাফিজ

প্রিয়তী আমার,
আমাকে নিষিদ্ধ করা হোক
তোমার এই বিষন্নতার শহর থেকে
নয়তো এই ঘুমন্ত জনপদে
নির্মমভাবে হত্যা করা হোক আমায়।
আমি জানি,
এই হৃদয়হীন কুপ্রথার খাঁচা ভেঙে
মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ানো
এতটা সহজ নয়।

কেননা, প্রাচীন মিথের ভয়ংকরতম গুজবে
গ্রথিত ঈশ্বরের নামে
সুকৌশলে কিনে রেখেছে
আমার পূর্বপুরুষের মাথা।
আমার চেতনার বেড়িপায়ে অষ্টপ্রহর
আমার বিশ্বাস বন্দি
মিথ্যাচারের অন্ধকার গারদগারে।

তবুও ভালোবাসি পঞ্চভূত
ভালোবাসি আমার বস্তুজগৎ
নির্মল আকাশ, দক্ষিণের সমীরণ
আকাশের নীল উড়ন্ত সাদা মেঘ
রঙধনুর সাতরঙকে আমি ভালোবাসি।
নারীর মত শুয়ে থাকা নদীর কিনার
কাশবন, সবুজ ফসলের মাঠ, পূর্ণিমাচাঁদ
হৃদয় মাতাল করা জ্যোৎস্নার হাসি!
ভালোবাসি আমার জন্মভূমি
ভালোবাসি প্রিয় মা ও মাটিকে।

প্রিয়তী আমার,
যতবার আমি ভালোবাসার কথা বলেছি
ঠিক ততবার তুমি ব্যথায় ভেঙ্গে পড়েছো

চৈতালি দুপুরের শ্রীহীন গাছের
ঝরে পড়া মর্মরে শুকনো পাতার মত।

আমার প্রিয় পাখি ও ফুলের কথা বলেছি
বলেছি আমার প্রিয় নদী ও নারীর কথা।
আমি বারংবার আমার মাতৃভূমির
করুণ গাঁথা স্মৃতির কথা বলেছি
বলেছি কৃষক-মজুর আর চণ্ডালের আত্মকথা।

আমি বলেছি নিকোটিনে আসক্ত
এক উদাসীন কবির কথা
যে কবি হেমলকের বিষাক্ত ধর্মনেশা কাটিয়ে
ভুলেছে বিদঘুটে অতীতের শোক।
যে কবি কুসংস্কারের শেকল ভেঙে
মানুষকে মুক্ত করতে চায়
হৃদয়হীন ধর্মান্ধতার গোরামি থেকে।

যে কবি নৈতিকতা ও মানবতার কথা বলে
সাম্যবাদ, আর সহিষ্ণু ভালোবাসার কথা বলে।
যে কবি শ্রেণিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে
সংগ্রাম করে নারীর অধিকারের জন্য।

প্রিয়তী আমার,
তুমিও তো ভালোবাসতে কবি'কে
ছলছল চোখে তাকাতে কবির চোখে।
অথচ, আজ তুমি কবি'র কবিতা থেকে
নির্লিপ্তভাবে ফিরিয়ে নিয়েছো মুখ
ঘাট ছাড়া নৌকোর মত।

তুমি ভুলে যাচ্ছো প্রিয়তী-
তুমি যাকে কবি বলে জানো!
সে তোমার প্রাক্তন প্রেমিক, সে আমি নিজেই।
আর আজ আমাকে তুমি
না চিনেই, নির্বাসিত করতে চাও
এই ঘুণেধরা সমাজ ও মনুষ্যত্বহীন সভ্যতা থেকে।

অথচ, তোমার অবহেলায়
আজ আমি হারাতে চলেছি
শেষবেলায় ডুবে যাওয়া সূর্যাস্তের মত।
তোমার অনাদরে নেতিয়ে যাচ্ছি সঙ্গম শেষে
নিস্তেজ হওয়া লিঙ্গের মত লজ্জায়, দুঃখে, শোকে।

মানব-প্রাণের উৎপত্তি

মাহমুদ হাফিজ

প্রাচীন মিথের রূপকথার জগৎ জুড়ে যে অলৌকিকতা
সপ্তকাশের আরশে বসা ঈশ্বরের যে অলীক শ্লোকাদি-
দার্শনিক যুক্তিবল আর বিজ্ঞানের প্রমাণিত বাস্তবক্ষেত্র
ধূলিসাৎ করে দিয়েছে রচিত বালেশ্বর বালের অস্তিত্ব।
সনাতনী পৌরাণিক মিথের ব্রহ্মা-মহাশ্বেতার প্রেমলীলা
কিম্বা ইভ-হাওয়ার গন্ধম কৌতুহলে স্বর্গভ্রষ্ট
আদমের কামসূত্রের মানব-ফলস আজ আর গ্রহণযোগ্য নয়।

আজ আর কোন মিথপুঞ্জির অলৌকিক রূপকথা
কিম্বা গ্রথিত ঈশ্বরের হুংকারে মাথা কেনা সম্ভব নয়।
আজ আমরা জানতে পেরেছি প্রাণির উৎপত্তির উৎস
গ্রথিত কোন ঈশ্বর দ্বারা হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়েই
এই পৃথিবীর বুকে কোন প্রাণিকুলের আবির্ভূত হয়নি।
বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে মানব-প্রাণির সৃষ্টিতত্ব
যা শত কোটি বছরের দীর্ঘ বিবর্তনের উদ্ভূত ফল।
কল্পিত ঈশ্বরের নামে লেখা ধর্মগ্রন্থের পেলব বাণী
বিজ্ঞান ও যুক্তি-দর্শনে আজ নাকচুবানি খেয়ে অসুস্থ।

বিবর্তনবাদ আজ মানুষের কাছে সুস্পষ্ট ধারণাশক্তি
পৃথিবী জন্মের শত কোটি বছর পার করেই
'প্রোকারিয়টস' অর্থাৎ জীবনের প্রথম বিকাশ।
এই জীবানুবিশেষ প্রাণি ছিল ব্যাকটিরিয়ার মত ধরণ
এক একটি জীবকোষ আর এক একটি প্রজাতি।
এই জীবকোষে নিউক্লয়াসের মত স্পষ্ট অঙ্গ না থাকায়
দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এককোষী প্রাণি থেকে
ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠলো বহুকোষী প্রাণিতে ।
দীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বর্তমান প্রাণিকুলের সৃষ্টি
আর আমরা মানব-প্রাণি এই সৃষ্টিতত্বের বাইরে নয়।

প্রাচীন মিথের ধূলো

মাহমুদ হাফিজ

প্রাচীন মিথের ধূলো জমে থাকা এই জীবাশ্ম প্রাণ
সাধহীন খাঁচায় থেমে থাকে ডোরাকাটা মন্থর বাঁধে;
অলৌকিক পায়ে রাখা আরতি, ভ্রান্তমন্ত্রে স্বাধীনতা
চোখ থেকে দৃষ্টি খুলে মারিয়ে গেছে মানবিক ভুবন।
অচেনার মুগ্ধ প্রলাপে, অপরূপ মোহে অস্থিমজ্জা
চেতনার জানালা বন্ধ করে ভুল বিশ্বাসে হয় নত;
রচিত সপ্তকাশের গ্রথিত ঈশ্বরের ভ্রান্ত ধারণায়
মিথ্যের কাছে নতজানু হয়ে আছে ক্রীতদাস জীবন।
ঈশ্বর শাসিত সময়ের গর্তে ধসে পড়া রক্তাক্ত হৃদয়
অলীকের রাস্তায় জীবনের চাকা ঘুরায় মূল্যহীন শ্রমে
বুকের ভেতরে ঢুকে তোলপাড় করা ক্লান্তির ধূলো
পতনের কাছে স্বপ্ন হারায় সভ্যতার রঙিন প্রত্যাশা।
নিরিড় বিশ্বাস ঢেকেছে প্রতারণার মিথ্যে মুখোশে
ভীষণ মোহের আগুনে পুড়েছে মেধা, শুভ মুক্তির দিন
রক্তের লাল শব্দগুলো গ্রন্থবদ্ধ করে জ্ঞানের পৃষ্ঠায়
শত কোটি জীবনের পাঁজরে লাথি মারে সুপ্ত ইতিহাস।
অতিশয় পাশবিক প্রভুর ভয়ানক ভয়ে
অন্তরে ক্ষোভ জ্বেলে নিশ্চুপতায় কাটে অসুখি দিন-
খুলে ফেলো দ্বিধাবোধ, প্রাচীন মিথের মলিন খোলশ
শুধু আত্মঘাতির শেষ অপচয় লেখা হোক এই শতাব্দীতে।

ধর্মান্ধতা

মাহমুদ হাফিজ

খুলে নাও এই অলীক পোশাক ধর্মান্ধতার আবরণ
মাংসের উপরে এই ত্বক, এই সৌন্দর্য মোড়ক
প্রতিহিংসা-সাম্প্রদায়িক কলহের পোশাক খুলে নাও।

ধর্মতলায় আজ দেখা যায় প্রণবন্ত জিহাদীদের ভীর;
আর দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখা উল্লাসের রণক্ষেত্রে
আনন্দ মাখানো মৃত্যুর শোক-
দ্যাখো কী দৃপ্ত সাহসী ভঙ্গী কী রক্তক্ষয়ী উন্মত্ততা!

গ্রথিত ঈশ্বরের নামে রচনা করে রূপকথার গল্পগুজব
রাজনীতির নিয়মে জুড়েছে দ্যাখো ভয়ার্ত শ্লোক-
রচিত বেশ্যালয়ের লোভ দেখিয়ে কিনে রেখেছে মগজ।
চেয়ে দ্যাখো পৃথিবীর মানবিক সভ্যতার মিছিলে
আন্দোলনের প্লাবন প্রতিরোধ করে মৌলবাদী দল,
সেয়ান ধর্ম ব্যবসায়ীরা প্রচীন মিথের গল্প বিক্রি করে
সুবিধার চর্বি মেদে চকচকে করেছে তাদের জীবনপথ।

জলীয়-বাস্পের মত নিঃশ্বেষ হয়ে যাচ্ছে সময়,
নিঃশ্বেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই সভ্যতা এই সমাজ-
ধর্মীয় ষড়যন্ত্রে ঝিমিয়ে পড়ছে সাম্যবাদী বিশ্বাস
বিলোপ হয়ে যাচ্ছে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা।

প্রতারণায় ছড়িয়ে আছে বিশ্বাসের বিক্ষুব্ধ চিবুক
ধর্মের বিনাশী চাকায় প্রবাহিত হচ্ছে ক্ষমতার বিষ;
আমি ফেরাতে পারি না ধর্মান্ধতার অবিরল ক্ষতি
শান্তির নামে অশান্তি, মানবতার নামে অনৈতিকতা
ধর্মের নামে মানুষের বাক-স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া
আমি ফেরাতে পারি না ধর্মগুরুর ভণ্ডামি-ঠকবাজী।

আমি ধরে রাখতে পারছি না আমাদের এই
সময়ের বেগমান স্রোতোধারা
স্বপ্নবান প্রাণবন্ত চিন্তা-ভাবনা।
কেননা, কুসংস্কারের সু-বিশাল অন্ধকার নেমে এসেছে
এখানে, এই পৃথিবীতে- অজ্ঞতার নামে।
আমি ধর্মান্ধতার বিষক্ত দেয়াল ভাঙতে পারি না
শুধু পুড়ে যেতে পারি, পুড়ে যাই, এবং পোড়াই
আমার সকল ইচ্ছেগুলো, সকল স্বপ্নগুলো পোড়াই।

বেশ্যালয়

মাহমুদ হাফিজ

হে মহান ঈশ্বর যদি সম্ভব হয় তবে এসে দেখে যান
আপনার নশ্বর পৃথিবীর এই আধুনা বেশ্যালয়।
এখানে মানবতার বাজার মন্দা যাচ্ছে
ভালোবাসার দোকান সিলগালা করা হয়েছে।
শুধুমাত্র একটা বেশ্যার দোকান খোলা আছে
কিন্তু দোকানের কর্মচারি সুবোধ আর সত্যবাবু
শান্তির শরাব আনার ভান করে পালিয়েছে।
মৌলবাদীরা এখন ধর্মের ফেরি করে প্রাপ্তি হাতায়।
অসহায়দের স্বতিত্ব শাড়ী, আস্থার চুড়ি, ধর্মের টিপ
বিশ্বাসের নাভিমূল খুলে ফেলছে দ্বীধা-দ্বন্দের দস্যুরা।
বেহায়া পীড়কেরা রোজ গণতন্ত্রকে ধর্ষণ করে
বিচারের নাটাই হাতে আকাশে উড়ায় শান্তির ঘুড়ি।
এখানের কুলষিত বেশ্যালয়টা আজ বড্ড বেমানান
অসহায় রুগ্ন শরীরগুলো কাঁপছে ভীষণ অসুস্থতায়।
যদি হাতে সময় থাকে তবে আসুন না একবার
আপনার নিয়ন্ত্রিত এই অসুস্থ বেশ্যালয়ে।
আসার সময় সাথে কিছু স্বর্গীয় সুস্থতার বড়ি আনবেন
কেননা এখানে আশীর্বাদের বিশ্বাস্য বড়ির খুব চাহিদা।

অনুতপ্ত মনবতা

মাহমুদ হাফিজ

অন্তহীন যৌনাচারে নিমজ্জিত বেহেস্তী বেশ্যালয়
যার লোভে মানুষও হয়ে যায় জন্তুজানোয়ার।
ক্ষমতালোভী পিশাচ আর কিছু স্বার্থন্বেষী ধর্মান্ধ
ষড়যন্ত্রের গোপন কালো মেঘ চারপাশে ছড়িয়ে
বিধ্বস্ত করছে দ্যাখো বিশ্বাসের সুগভির ভিত।

প্রাচীন মিথের অলৌকিক রূপকথায় উন্মত্তরা
রচিত ঈশ্বরের নামে কিনে ফেলেছে মানুষের মাথা।
চেতনায় মারাত্মক খড়গের নিশান গেড়ে রেখেছে
কল্পিত বাহাত্তর বেশ্যার সঙ্গম লোভী মূর্খ উন্মাদেরা।

কুচক্রী আর মিথ্যাচারে, ভয়ার্ত আগুনের জলোচ্ছ্বাসে
রাজনীতিক বিধানে মানবতা ভাসায় রক্তের প্লাবনে-
ঈশ্বরের নামে হত্যায় মেতে ওঠে রক্তস্নানের উল্লাসে
নিমেষেই ক্ষত-বিক্ষত করে সন্তাপিত মানুষের হৃদপিন্ড।
সভ্যতার যাত্রাপথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় কতিপয় ধর্ম কীট
অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ভাসিয়ে দেয় উদ্দেশ্যবিহীন।

শরীরের তীব্রতম গভীর দীর্ঘশ্বাসে
গড়ে ওঠে এক মৌন বিষাদের প্রকাণ্ড স্মৃতিসৌধ।
বিষন্ন কষ্টের ভাঁজ খুলে লুটিয়ে দেয় একবুক দীর্ঘশ্বাস
ভেসে আসে অসহায় মানুষের বিষন্ন কাতরতা।
যেখানে যাবার কথা ছিলো স্বপ্নবান মানুষের
সেখানে যায়নি তাঁরা
ধর্মের বিষাক্ত ছোবলে শামুকের মত গুটিয়ে গেছে।

বিদীর্ণ জরাজীর্ণ জীবনের ভাঁজ খুললেই জেগে ওঠে
কোলাহল,অসহ্য চিৎকার ও ব্যর্থ চিবুকের বিষন্নতা,
ছিন্নমূল রক্তের প্লাবনে হারিয়ে যাওয়া ব্যাকুল আশ্বাস।

রুগ্নতার কাঁধ ছুঁয়ে কিছু সান্ত্বনা চিলের মতো উড়ে যায়
সর্বনাশী অপচয়ের দিকে
শান্তির নামে হত্যাযজ্ঞ কতো রক্তপাত,নির্মম অশ্রুঝড়,
ক্ষত শরীরে বিষাক্ত ঘৃণাবোধ ঢেকে আছে অমল হৃদয়।
বিস্মিত করে স্বাভাবিক মন, বিস্ময় জাগে বোধে-
দ্বন্দ্বময় ধর্মীয় গতিশীল স্রোত আজ নর্দমার দিকে ছুঁটে
ঋজু করোটিতে মানবতা পুড়ছে অমীমাংসিত ক্লেদে।

সময়ের কাছে নতজানু

মাহমুদ হাফিজ

নিরাশার গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত আজকের সময়,
চোখের শিয়রে কালি, বুক জুড়ে বেদনার ক্ষতচিহ্ন।
পৃথিবী জুড়ে হা মেলে বসে আছে দুর্দশার নীল তিমি
মানবজীবন বড় দুরূহ, মানবতা আজ অশ্রুতে উত্তাল।
চারদিকে কোলাহল বেজে ওঠে কাচের চুড়ির মতো
ভয়ানক ক্রোধে পুড়ে যায় মানুষের বাক স্বাধীনতা।
সারা বুকে অক্ষম বাসনার গ্লানিমাখা কাতর বিলাপ
নিষেদ ঝুলিয়ে আবেষ্টন গড়েছে ভাঙনের বিরুদ্ধ ভাষা।

বুকের সমস্ত আকাশ জুড়ে কাঁদে বেদনার শংখচিল
পৃথিবীর বাতাসে ছড়ায় মৃত্যুমাখা দারুণ রক্তের ঘ্রাণ।
ঝ'রে পড়ে মাংসের ধ্বনি, মৃত্যুর গন্ধে উড়ছে শকুন
ব্যথিত বিরান দেশ হৃদয়ের লাশ বুকে পুড়ছে খরায়।
অভাবের দেশ বড়ো বেশি দ্বীধার নীহারে ঢেকে আছে,
চোখের কুয়াশা খুলে দেখি পতনের আগুনে পোড়ে
যেদিকে বাড়াই বাসনার হাত ফিরে আসে শূন্যতা ছুঁয়ে,
অপচয়ে বেঁচে থাকা জীবন প্রাপ্য দ্যাখে না কোনখানে।

মানচিত্রের রেখায় জেগে ওঠে মহামারি জ্বলন্ত ক্ষুধা
স্বপ্নের সৌধ নিমেশেই ভেঙে পড়ে তাশের ঘরের মতো।
চোখের শিয়রে বসে থাকে ব্যর্থতার করুণ কান্না
জীবনের সব পরাজয় এসে নত হয় সময়ের কাছে।
হে মানবতা, হে সুবোধ, এবার তুমি ঘুরে দাঁড়াও
অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্রমত তুমুল প্রতিবাদী হও।
হে সুবোধ, গভীর দুঃসাহসে বিষাক্ত আঁধার ভেঙ্গে
গাঢ় ধ্বংসের ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াও।
সকল অভাব,দীনতা মুছে দাও,ভালোবাসার আঘাতে।

ঈশ্বরের প্রতি ক্ষোভ

মাহমুদ হাফিজ

চারদিকে অজানা আতংকের কোলাহল জ্বলন্ত কান্না
মানুষে মানুষে এতো প্রতারণা! কৌতূহল বাড়ছে বুকে।
বিশ্বাসে অলীক বিধান চেতনায় অলৌকিক ঝঞ্ঝাট
ধর্ম এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সুবাশিত সুনীল জীবন।
বুকের শীর্ণ উপবনে বেদনার বিক্ষিপ্ত ক্ষত
ঈশ্বরের বিরোধী ষড়যন্ত্রে শ্বাসরোধ করে আছে ভবিষ্যৎ
চারিপাশে ধর্মের আফিম ধর্মান্ধতার ভয়ার্ত রণক্ষেত্র।

আজন্মকাল অনুভবে সুবিস্তৃত না-পাওয়া বেদনা
বুকের শীর্ণ উপবনে ব্যর্থতার বিক্ষিপ্ত ক্ষত
অনন্ত দুঃখের মেঘ জমে আছে চোখের তীরে
বানের জলের মতো অধঃপতন ঢুকছে জীবনে।
জীবনের পরজয় এসে নত হয় আঘাতে-অপমানে
সত্তির অস্থিতে জ্বলে মহামারী, দুশ্চিন্তা বাড়ছে ভীষণ।

মৃত্যুর মতো করুণ যন্ত্রণা বসে থাকে চেতনার ঘরে
মগজের অন্তবাসে শুয়ে থাকে দুর্মূল্য তীক্ষ্ণ অভিমান।
চুপিসারে তার বেড়ে ওঠার কৌতূহল বাড়ছে বুকে
দ্বন্দ্বের ধংসক্ বন্যায় ভেসে যায় নিরাবলম্বন ভেলা।
পতনের শব্দে বিদ্যুৎ তরঙ্গিত হয়
নিরুপায় হয়ে ঝাঁপ দিয়েছি আগুনের জলে-
হে প্রকৃতি, নিরবধি এতোটা অনলে সহে না শরীর।

প্রাচীন মিথের অলৌকিক শ্লোকে হেরেছে বাস্তবতা
কুসংস্কার চিনেছে শুধু, চিনেছে রূপকথার সেচ্ছাদহন।
প্রতিবার করুণার কাছে নত হয়ে কুড়ায় ভুল সান্ত্বনা
কাপুরুষের দোসর হয়ে বেঁচে থাকা ঘৃণায়-তিরস্কারে।
হতাশার লেলিহান সাঁকোতে দাড়ানো জরাজীর্ণ মানুষ
নিয়মের নিয়ন্ত্রণে নিরুপায় এই অনিশ্চিত জীবন।

ভবিষ্যৎ খ'য়ে খ'য়ে নিস্তেজ হয় ব্যর্থতার আঘাতে,
যেখানে আশ্রায় রাখি ছুটে আসে উদ্বাস্তু শূন্যতা।
আমার ভেতর বদলে যাচ্ছে আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি-
মননে অধঃপতন, ভেতরে বাড়ছে ঈশ্বরের প্রতি ক্ষোভ
হে ঈশ্বর, হে কাল্পনিকতা আর কতদূর নিয়ে যাবে?

যেতে হবে লক্ষ্যমূলে

মাহমুদ হাফিজ

সারাদিন অন্ধকার সাঁতরিয়ে ফিরে এসে দেখি ঘরে
শিহরায় বেদনার বিন বাজে ব্যর্থ বুকের ভেতরে।
বুকের ভেতরে করাঘাতে দেখি কলুষিত পরাজয়
ধর্মের আঘাতে ক্ষত চেতনা প্রতিবাদে নত হয়।
অঙ্গীকার থেকে খ'সে পড়ে আশা বিশ্বাসী জীবন ছিঁড়ে
জীবনে নামে বিষাক্ত ঘৃণাবোধ ছলনায় রাখে ঘিরে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিলো ভুল প্রস্তুতি ছিলো নির্জন
জীবনের প্রাপ্যের পূণ্যতা তাই এভাবে নিঃস্ব করুণ।
শূন্য জনপদে বাসনারা ঘুরে অধঃপাতে গেছে নেমে
নিঃস্ব হয়েছে জীবন অবিশ্বাসে করুণার কাছে থেমে।
জনপদে ঘোরে ধর্মান্ধ পোকা মেধা খায় কুরে কুরে
সুদীর্ঘ রাতে থাকে না কেউ পাশে নষ্ট আঁধারপুরে।

বিশ্বাসের ঝুলকালি ঝেড়ে ফেলে এই তো এসেছি ফিরে
এই তো আবার আমি দাঁড়িয়েছি ক্ষত পৃথিবীর তীরে।
জীবনের নাও ভাসাবো স্ব'বলে দিগন্তের বুকজুড়ে
অযথা ঝামেলা পাকিওনা কেউ যেতে হবে বহুদূরে।
অতিদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পৌঁছাব যে লক্ষ্যমূলে
মধ্যপথে কেউ ভেঙো না গলুই ভাসিওনা লোনাজলে।

চলতি পথে যতো বাঁধা আসুক দিয়ে যাবো পথ পাড়ি
থেমে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না ভেবেই ছেড়েছি বাড়ি।
সৌভাগ্যের দূর-যাত্রায় পৌঁছাব সাহসী বাদাম তুলে
টেনে যাব জীবন নৌকার গুণ রাখব না ভয় জলে।
কুঁড়িয়ে পেয়েছি সমতার দাঁড় যেতে যেতে আরো পাবো
শক্ত করে ধরে বৈঠার হাতল আমি লক্ষ্যমূলে যাবো।

ঈশ্বর না থাকার কষ্ট

মাহমুদ হাফিজ

হীরা-জহরত আর খাদ্যেভর্তি নেয়ামতের অসীম ভাণ্ডার
তবুও ভিক্ষার থালা হাতে নতজানু অলৌকিক হাত।
সপ্তাকাশের স্তর ভেদ করে যে বুটবুজি আসে
তা গ্রহণ করতেও নতজানু মানুষের বুদ্ধিমত্তার কাছে।
কি আশ্চর্য! নিজের উপাসনাগার তৈরিতে যাঁহার
হাত পেতে নুয়ে থাকতে হয় মানুষের করুণার কাছে!
তাঁর হাতেই তুলে দিয়েছি সমস্ত ক্ষমতার অধিকার।
সৃষ্টির অর্চনা পেতে যাঁর প্রয়োজন পড়ে রক্তস্নানের
তাঁর নামেই রচনা করেছি মানবতার পেল বাণী।
হে ঈশ্বর! তোমার নাম জুড়ে কেবলই ষড়যন্ত্রের মেঘ
বৃষ্টির মত ঝরে পড়ে ক্লান্ত হৃদয়ের অসহায় ক্ষোভ।
তোমার ভালোবাসা কখনই আমাদের সহিষ্ণু করেনি
বুকের ভেতর গেঁথে দিয়েছে তোলপাড় করা আক্রোশ।
চেতনায় তোমার নামে যে বিশ্বাসের স্তম্ভ গড়ে তুলেছি
তার যন্ত্রণাহীন কষ্ট বড়বেশী নিঃস্ব করে হৃদয়।
প্রশ্নে প্রশ্নে বেড়ে যায় হৃদয়ের অব্যক্ত ক্ষত-
কল্পনাকে জিজ্ঞেস করলে কেবলি স্বপ্নের কথা বলে।
তন্দ্রাহীন রাতে স্বপ্নের মধ্যে কেবল
খুনীর রক্তের মত ঘোরাফেরা করে নিকষ মানুষেরা।
তাঁরা গ্রথিত ঈশ্বর রেখে প্রর্থনা করছে সত্য মানুষকে
কল্পিত সপ্তআকাশ ভুলে প্রসংসা করছে বস্তুজগতের।
হে ঈশ্বর- তুমি না থাকার কষ্টকে ভুলতে চেয়েছি
তোমার নামে গড়ে ওঠা প্রতারক দেবালয় ছেড়ে।
স্বার্থান্বেষী মানুষের রচিত স্বর্গ-নরক থেকে উঠে এসে
দাঁড়াতে চেয়েছি ভালোবাসার কাছে, সভ্যতার কাছে।
কিন্তু রক্তের গন্ধমাখা তরবারি আমাকে তাড়া করে
তোমার নামে কিনে নিতে চায় আমার মাথা।
হে ঈশ্বর- নিদ্রাহীন রাতগুলো যতটা দূষিত গন্ধ ছড়ায়
দিনের আলো তার চেয়েও বেশি বিক্ষত করে আমায়।
তবুও তোমার না থাকাকে ভালোবেসে মাতাল আমি
নিজেকে মানুষ রূপে উন্মোচন করতে পেরেছি।

দুঃস্বপ্নে জেগে ওঠা কবি

মাহমুদ হাফিজ

এক যৌবনা মধ্যরাতে, করুণ দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে
চিৎকার করে জেগে উঠেছে এক স্বপ্নগ্রস্ত কবি।
মানুষের সময় অক্কা গেছে শোষণের রসাতলে
অচিরেই শাসনভার চলে যাবে নেকড়েদের হাতে।
ছাগুদের অত্যাচারে এই সবুজ অরণ্য নিচিহ্ন হয়ে
মরুভূমিতে পরিনত হবে পৃথিবীর সমস্ত উপত্যকা।
সমুদ্রের জল শুকিয়ে বইবে রক্তের স্রোতোধারা
আর পশুরা রক্তে চাষ করে ফলাবে মৃত্যুর ফসল।
রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াবে দলবদ্ধ শেয়াল-কুকুরের দল
ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে রমণীদের মাংসল স্তন।
মাথার উপরে উড়ে বেড়ানো শকুণের তীক্ষ্ণ ঠোঁটে
খাবলে নেবে জরাজীর্ণ মানুষের স্বপ্নময় চোখ।
সেদিন মানুষের মুখে জুটবে না একমুঠো ভাত
তীর্থের কাকের মত ঘুরে বেড়াবে ক্ষুধার দুয়ারে।
দুর্ভিক্ষের আগুনে জ্বলে উঠবে অনন্ত মহামারী
উঁনুনে ভাতের হাঁড়িতে সিদ্ধ হবে জ্বলন্ত পাকস্থলী।
সেদিন কল্পিত বেশ্যালয়ের উলঙ্গ বেশ্যার স্তন দেখিয়ে
কুমারি যোনির বিনিময়ে কিনে নিচে চাইবে কবিকে।
ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে, জলন্ত আগুনের ভয় দেখিয়ে
কবির মুখ থেকে কেড়ে নেবে বাক স্বাধীনতা।
কবির জঠরে জন্ম নেওয়া কবিতার ভ্রুন থেকে
অবৈধ তরবারির আঘাতে হত্যা করবে কবিকে।
সারারাত নিদ্রাহীন বসে বসে কবি কল্পনা করছে
কবির স্বপ্ন যদি বাস্তবে রূপান্তরিত হয়ে যায়
তাহলে কে বাঁচিয়ে তুলবে মৃত্যু কবিকে?
কে রক্ষা করবে কবির কবিতা?

কবিতা

মাহমুদ হাফিজ

কবিতা আমার হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকা
কোন এক সময় দ্যুতিময় প্রদীপের মত জ্বলে জ্বলে
শোভনীয় আলো ছড়াতো পৃথিবীর সমস্ত উপত্যকায়।

কিন্তু আজ কবিতার বিশ্বাসঘাতকতায় শুনি শীৎকার
পূণ্যেরউচুশির নতজানু পাপের চরণতলে
ক্ষুন্নিবৃত্ত শোষকের আত্মকেন্দ্রিক শয্যায় শুয়ে
গণিকার মত ফুসফুসের ঘনত্ব উচ্চবেগে
কাঁচা মাংসের স্বাদে নিভায় রমণের শিশ্নজ্বালা।

কবিতার জীবন ঘিরে রাজত্ব করছে প্রাচিন ফুসফুস
মুঠোভরে জড়িয়ে ভুরির মেদ
শোষকের ফুসফুসে ধারণ করে গণিকার নিঃশ্বাস।

বিরহের বজ্রপাতে ভেঙে যাক এই হৃদয়পোড়া বুক
তবু গণিকার উষ্ণ ঠোঁটে ভিজিয়ে অধর
অবিরাম খুঁজে চলব প্রেমিকার কুমারী স্তন
আজ সঞ্চয়ের ঝুলি ছিঁড়ে দালালের পকেট ভরুক
তবু প্রদীপের মতো উজ্জ্বল থাকুক জীবনের কবিতা।

মানুষ

মাহমুদ হাফিজ

আমার সব'চে বড় পরিচয় একজন মানুষ
এর বাইরে আমি কোন সত্য দেখি না।
আমি ধর্ম-বর্ণ শ্রেণিভেদ বুঝি না
শুধু বুঝি, একজন মানুষের জন্য
আরেকজন মানুষের হৃদয়ের দ্বার খোলা।

আমি সমাজ, রাষ্ট্র কিম্বা ধর্ম বুঝি না
শুধু বুঝি, একজন মানুষের ব্যথার দাগ
আরেকজন মানুষের মুছে দেওয়া।
আমি জাত কিম্বা সম্প্রদায় বুঝি না
শুধু বুঝি, একজন মানুষের কাছে
আরেকজন মানুষের স্বাধীনতা।

আমি হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান খুঁজি না
আমি এমন একজন মানুষকে খুঁজি
যার মধ্যে আমার সত্য আছে
যার মধ্যে আমার ন্যায়-নীতি আছে
যার মধ্যে আমার সততা আছে
যার মধ্যে আছে আমার মনুষ্যত্বের বিকাশ।

যে সমাজ, যে রাষ্ট্র, যে ধর্মীয় চেতনা
দাম্ভিকতার মুখোশ এঁটে
নেমেছে ক্ষীণ মনের নিচতলায়
আমি তার মধ্যে কোন সত্য দেখি না।
সত্য! সে তো সুন্দরের প্রতিচ্ছবি
যার মধ্যে বিরাজ করে আমার ঈশ্বর।

যে ধর্মীয় পেলব বাণীর মন্ত্র দংশনে
ক্ষত-বিক্ষত হয় বিবেক
যে অনুশোচনার মধ্যে মৃত্যুমাখা আনন্দ
মহাগৌরবের তৃপ্তিভরা রক্তের গন্ধ
আমি তার মধ্যে কোন মুক্তি দেখি না।

কেননা, মুক্তি তো নিষ্কৃতির অধিকার
সেখানে কেনো মানবতা লঙ্ঘনের অভিযোগ ?

যে ধর্মের অনুশোচনায় অহমিকা থাকবে
আমি অস্বীকার করি সেই ধর্মীয় বিধান।
যে সম্প্রোদয়ের মধ্যে বৈষম্য থাকবে
আমি মানতে নারাজ সেই আইনের নীতি।
যে ধর্মের মধ্যে স্বার্থপরতা বিরাজমান
আমি ভেঙে দিতে চায় সেই ধর্মের শৃঙ্খল।

আমি সমাজনীতি বলতে যেটা বুঝি
তা হলো মানুষের কাছে মানুষের প্রাপ্য অধিকার।
আমি রাজনীতি বলতে যেটা বুঝি
তা হলো মানুষের মাঝে মানুষের আত্ম-স্বাধীনতা।
আমি ধর্ম বলতে আমি যেটা বুঝি
তা হলো মানুষের মাঝে মানুষের সক্রিয় মানবতা।

আমি ধর্ম কিম্বা সমাজের সংস্কারে
আপন ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে
প্রস্তুত নয়
কেননা, ধর্মান্ধতার পেলব বাণী
পারে না সৃষ্টি করতে সত্য মানুষ।
মানুষ! সে তো সত্য ও সুন্দরের প্রতিচ্ছবি
যার মধ্যে বিরাজ করে আমার ঈশ্বর।

মানুষের চেয়ে কে আছে আর
পৃথিবীতে মহা-শতিক্তমান?
ঈশ্বর! সে তো বিশ্বাসের খুঁটিতে দাঁড়ানো
সেজদা, প্রার্থণা পূজোতে আচ্ছন্ন
আল্লাহ, যিশু, রুদ্র, ভগবান।

মানুষের চেয়ে ঘৃণিত নিকৃষ্ট প্রাণি
পৃথিবীর মাঝে কোথায় আছে আর?
পৃথিবীর যত স্বার্থান্বেষী অভিনীত
পির, পুরোহিত, যাজক, ফাদার
তার মধ্যে আমি কোন মনুষ্যত্ব দেখি না।
মনুষ্যত্ব! সে তো সুন্দরের প্রতিচ্ছবি
যার মধ্যে বিরাজ করে আমার ঈশ্বর।

অদৃশ্য মনুষ্যত্ব

মাহমুদ হাফিজ

আমি মানুষের শ্যামল সমুদ্রে
কখনো ভালোবাসার জল দেখিনি
দেখেছি শুধু স্বার্থপর ঢেউ।
ক্ষুধার সেচ্ছাদহনে পাকস্থলী পুড়তে দেখেছি;
দেখেছি ক্ষুধার কাছে নতজানু হওয়া
কুকুরের মতো অবহেলিত ঘৃণ্য জীবন।

বারবার ব্যর্থতার চাবুকে রক্তাক্ত হয়ে
বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো
অসহায় মানুষের কাতর চিৎকার শুনেছি।
মানুষের চোখের তীরে গড়ে ওঠা স্বপ্নের পাহাড়
বানের জলের মতো ভেসে যেতে দেখেছি;
কিন্তু ভাঙাচুরা জীবনের বিবর্ণ হাসিগুলো
কখনো গোলাপ হয়ে ফুটতে দেখেনি।

আক্রোশে পুড়তে দেখেছি হৃদয়ের গেরস্থালী
ভুল অভিমানে ছিঁড়তে দেখেছি
তিলে তিলে বোনা বুকের নকশী কাঁথা
সুবোধের দেরাজ খুলে বের করে মানবতার দর্পণ
নিরুপায় চোখে তাকিয়ে দেখেছি অদৃশ্য মনুষ্যত্ব।
কিন্তু বিশ্বাসী সুতোয় বোনা ভালোবাসার মায়াজালে
কখনো কাউকে গড়ে উঠতে দেখেনি।

মুক্তির প্রতিক্ষায়

মাহমুদ হাফিজ

অবাঞ্ছিত বাসনা জমে আছে হৃদকাশের সীমানায়,
না-পাওয়া স্বদের মেঘ
নির্ভেজাল আবেগে বর্ষণ হয় অবিরল।
আমাদের অনুভূতিহীন চোখে দেখে যাই
আকাশী লাজুক শাড়ির ভেঙে পড়া আঁচল,
সুডোল হাতে জড়ানো স্নেহহীন ভাঙা কাচের চুড়ি।

নির্নিমেষ চেয়ে থাকা লক্ষ্যহীনতার চোখে
একটি স্বপ্ন খুঁজতে খুঁজতে ব্যর্থ বারংবার;
তবু আমাদের চোখ অপলক স্থীর।
ক্লান্ত চোখের পাতায় খুঁজে চলি
বিশ্বাসী সিঁদুরের টিপ প্রাপ্তির পূর্ণ শাঁখা।

শূন্য বুকের আলোহীন কালো দীর্ঘশ্বাসে
রচনা হয়েছে হতাশার সুরম্য কারাগার,
এই কয়েদখানায় যেন আমরা কতিপয় আসামী;
অনিদিষ্টকালের জন্য দাঁড়িয়েছি মুক্তির প্রতিক্ষায়।

বদলে যাওয়া পৃথিবী

মাহমুদ হাফিজ

গির-গিটির মতো বদলে যাচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির সৌর এলাকা
বাস্তব সত্যের ল্যাম্পপোস্ট ভগ্ন প্রায় পড়ে আছে জাগতিক রাস্তার পাশে;
কতিপয় সহ্যহীন পৃথিবী জানিয়ে দিল
আকাশে নক্ষত্র নেই, চাঁদে জ্যোৎস্না নেই,
আজ কোন আলো নেই মানবপড়ায়।
দিগন্ত শেষে আকাশের দেহখানা ঘুমিয়ে পড়ে
নিঃশব্দের ভেতরে গর্জে ওঠে এক অচেনা ঈশ্বরী ভাষা
রাত ভারি হলে একবুক অন্ধকার হাতরে টের পাই,
দিগন্ত জুড়ে হা মেলে বসে আছে; দূর্যোগের নীল তিমি।

আলোহীন জনপদে ব্যর্থতার শংকচিল
কেঁদে কেঁদে ঝরায়, বিষন্ন বিষাদের করুণ হাহাকার
বিষাক্ত মৌলবাদী দুষ্ট ইদুরগুলো,
প্রতিনিয়ত শোষণের বিষ ছড়াচ্ছে রাজনীতিক দেহে;
সভ্যতার সৌধ আজ নিমেশেই ভেঙে পড়ে তাশের ঘরের মতো।
অজস্র মুহূর্ত ক্রোমশই ভেঙে পড়ে সময়ের বিরোধী ষড়যন্ত্রে
সমস্ত আকাশ জুড়ে ধর্মীয় শাসনের কালো মেঘ,
কার্ফুর মতো গ্রাস করেছে মানবিক সড়ক;
কিছু চেনা রাক্ষস পুরানো শিকলে বেঁধেছে বর্তমান।

দূর থেকে পৃথিবীর গলিপথ বেয়ে নেমে আসে দুর্মূল্য কোলাহল
ক্ষুধার অন্তবাসে ভেসে যায় পৃথিবীর সমস্ত শিবির;
জীবনের ক্লান্ত দেহ ডুবে যায় গ্রথিত ঈশ্বরের নামে
ফুটে ওঠা উত্তাপ্ত কুসংস্কারের পিড়নে পচনে।
ক্রোমশ অভিসন্ধির বিচক্ষণ জালে,
ঘিরে নিচ্ছে পুরানো এক অক্ষয় মানবিক ব্যাধি
নিশ্চুপ পদ-সঞ্চালনে সুবোধের অস্পষ্টতার মাঝে
মানবতা স্বাস্থ্যহীন;
ইদানিং আক্রান্ত মানবিক ব্যাধির ভয়ে
পৃথিবীর সব কিছু ঝাপসা দেখছি।।

একজন মুক্তমনা

মাহমুদ হাফিজ

হে আমার প্রকৃতি,
তুমি কোন সময়ের নিকট ন্যস্ত করছো আমায়?
যাঁরা আমার শক্তির দুর্বলতা,
আমার অসহায়ত্ব
আমার বেঁচে থাকার অধিকার
আমার কাঙ্ক্ষণীয় সুন্দরকে কুক্ষিগত করে রেখেছে;
তুমি এমন শত্রুর নিকট আমাকে অর্পণ করছো!

আমি একজন অসহায় মুক্তমনা বলে
আয়ুহীন আজ আমার ওপর বর্বরের মতো
হামলে পড়ছে মূর্খ অপশক্তি দানব
ধর্মের অলীক প্রবোধের কুসংস্কারে
আমাকে করা হচ্ছে স্থালিত, করা হচ্ছে নির্বাসিত।
গ্রথিত ঈশ্বরের মূর্খ অসুরের নিকট বিশ্বাস ভেঙে
স্বীয় মূল্যহীনতার অভিযোগে
মুচড়ে যায় আমার অস্তিত্বের স্থাবর শরীর।

এখানে আমার কোন বাঁচার অধিকার নেই
আমার বাক-স্বাধীনতার অধিকার নেই,
আমার এখানে নেই কোন প্রাপ্তির অধিকার।
আমি ভীত সন্ত্রস্ত, কণ্ঠস্বর আমার মিয়মান;
হে আমার প্রকৃতি
তুমি কোন সময়ের নিকট অর্পণ করছো আমায় ?

দীর্ঘদিন আমি বর্বরোচিত অন্ধকারে মিশে ছিলাম
আমার কোনো সভ্যতা ছিলো না
আমার কোনো ন্যায়-নীতি ছিলো না
আমার কোনো সত্য ও সুন্দর ছিলো না
দীর্ঘদিন আমি মিথ্যুক খুনি ও ডাকাতের উন্মদ ছিলাম।

আমার অন্তরে ছিলো হিংসা, বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা
আমি প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে

কলুষিত করেছি পৃথিবীর মনুষ্যত্ব
আমি বিধর্মীদের ঘৃণা করেছিলাম
আমি মুক্তমনাদের হত্যা করতে চেয়েছিলাম
আমি নারী জাতিকে ঘরের মধ্যে বস্তা বন্দি করে
নারীকে করতে চেয়েছিলাম পুরুষের ভোগ্যপণ্য।

আমি দীর্ঘদিন ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম
আমার কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান জানা ছিলো না
আমার কোন যুক্তি-দর্শন জানা ছিলো না
আমার কোন কলা-সাহিত্য জানা ছিলো না
ছিলো না পড়াশোনা এই বস্তুজগতের বাস্তব জ্ঞান।

হঠাৎ অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে চোখে পড়ল
অনাকাঙ্ক্ষিত জ্ঞানের ঝলকের ওপর
আরজ আলী মাতুব্বরের 'সত্যের সন্ধ্যান'
আর 'সয়তানের জবানবন্দী'।
হুমায়ুন আজাদের 'আমার অবিশ্বাস'
এবং অভিজিৎ রায় এর 'বিশ্বাসে ভাইরাস'

সেই দীপ্তিময় জ্ঞানের আলোর আবির্ভাবে
আমি জানতে পারি এই পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ব সম্পর্কে
আমি জানতে পারি এই প্রাণের সৃষ্টিতত্ব সম্পর্কে
আমি জানতে পারি ঈশ্বরের নামে এই ভণ্ডামি সম্পর্কে।

যেদিন থেকে পড়তে শুরু করলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ
সেই জ্ঞানমার্গীয় গ্রন্থে খুঁজে পেলাম একটি নতুন সুর।
যা আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান, আমার যুক্তি-দর্শন
এবং আমার আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর ও সত্যের সমন্বয়
খুঁজে পেয়েছিলাম মানবিক জীবন চলার পথে।

আমার প্রণত শির আমি অনন্তকাল
অবনত করে রেখেছি ঐ মানবতাবাদী সুরের উপর
যা আমার ন্যায়-নীতিকে অটল রাখে
যা আমার সত্য ও সুন্দরকে সচল রাখে
যা আমার চেতনায় নৈতিকতার পথ নির্ধারণ করে।

এখনও তোমরা যাঁরা ঈশ্বর ঈশ্বর বলে অহংকার করো
জানি, এই মহাবিশ্বে তার কোন অস্তিত্ব নেই।
এখনও তোমরা যারা ধর্ম ধর্ম বলে চেঁচাও
জানি, তার মধ্যে কোন সত্যের নির্দেশনা নেই।
এখনও তোমরা যারা শান্তি শান্তি বলে লাফাও
সেই শান্তির ভেতর আমি কোনো মানবতা দেখি না।

এখনও তোমরা যাঁরা ধর্ম ধর্ম বলে চেঁচিয়ে
তরবারি হাতে লাগিয়েছো অনৈতিক যুদ্ধের দামামা
তোমরা কি ভুলে গেছো?
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তোমার ধর্মের কোন অবদান নেই!
এখনও তোমরা যারা মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ বলে চেঁচিয়ে
মুক্তির জয়গান গেয়ে হয়ে আছোমহা উন্মাদ
তোমরা কি ভুলে গেছো?
পৃথিবীতে নবী দাবী করে
ঈশ্বরের নামে ৮৬ টি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছেন মোহাম্মাদ।
পৃথিবীতে একমাত্র মুহাম্মাদই তো প্রথম
নবী হয়ে গণিমতের মাল লুণ্ঠন করেছে
বন্ধুর ছয় বছরের মেয়ে সহ নিজ পুত্রবধূকে বিয়ে করে
কলঙ্কিত করেছে পৃথিবীর বন্ধুকুল আর পিতৃকুল।

এখনও তোমরা যারা মুহাম্মাদকে দয়ার সাগর বলো
চৌদ্দ'শো বছর পূর্বে তিনিই দিয়েছেন
অমানবিক যুদ্ধ আর মানব হত্যার নির্দেশনা।
এখনও তোমরা যাকে শান্তির প্রবর্তক বলে জানো
অসাম্প্রদায়িক চেতনা ভেঙে
পৃথিবীতে একমাত্র তিনিই প্রথম
বাঁধিয়েছে মানুষে মানুষে বিভেদ, সাম্প্রদায়িক ডাঙ্গা।

যেরকম সত্য বলায় আরব কবিদের হত্যা করে
বিস্তার করেছিলেন মুহাম্মাদের নিজেস্ব মতবাদ।
এখনও অলৌকিক জঞ্জাল আর মিথ্যের কোলাহলে
আমাকে হত্যা করতে চায় ধর্মের অলীক বিশ্বাসে
আমার মেধা বিকৃত করার উদ্দেশ্যে
আমাকে নির্বাসিত করতে চায় এই ঘুণেধরা সমাজ থেকে।

আমার ওপর ধর্মের ভ্রান্ত চিন্তা চাপিয়ে দিয়ে
কলুষিত করতে চায় আমার
সুন্দরের ঈঙ্গিত বহন করা ইতিহাস
হে আমার প্রকৃতি,
তুমি কোন সময়ের নিকট অর্পণ করছো আমায়?

এখনে আমার বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে
এখনে আমার সেই ন্যায়-নীতিকে অস্বীকার করা হচ্ছে
অস্বীকার করা হচ্ছে আমার মানবতার প্রতিচ্ছবি।

আজ আমি অসহায় মুক্তমনা বলে
আমাকে হত্যার চেষ্টা করা হচ্ছে।
আজ আমি বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করি বলে
বিগ-ব্যাঙ এর মাধ্যমে পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য জানি বলে
আমাকে বলা হচ্ছে জাহান্নামী কাফের
আজ আমি গ্রথিত ঈশ্বরকে অস্বীকার করছি বলে
আমাকে বলা হচ্ছে অবিশ্বাসী নাস্তিক।

পৃথিবীতে মানব কল্যাণে অবদান রেখেও
যে সময়ের কাছে আজ আমি অর্পিত হয়েছি
সেখানে আমার কোনো কণ্ঠস্বর নেই
আমার কোনো প্রচার-প্রচারণা নেই
আমি হীন আমি অপ-কলঙ্কিত, আমি পদদলিত।

আমি আজ অসহায় মুক্তমনা বলে
আমাকে নিধন করবার প্রয়াসে
অপচেষ্টা চলছে
দিশেহারা আমার আমি আজ
পালিয়ে বেড়াই নষ্ট সময়ের হাত থেকে।

তবে মনে রেখো রচিত ঈশ্বরের চ্যালা-চামুণ্ডারা
মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে চিরকাল দম্ভ করা যায় না।
নিশ্চই কোন একদিন সময় আসবে সত্যের পক্ষ্যে
নিশ্চিত সে তোমাদেরকে
দাঁড় করিয়ে দেবে সত্যের মুখোমুখি;
আর সেদিন পৃথিবী থাকবে
একমাত্র সত্য ও সুন্দরের করতলে।

সেই কাঙ্খিত সময়ে আমরা মুক্তমনারা
সত্য ও সুন্দরের প্রতিচ্ছবি নিয়ে
তোমাদের স্বাগত জানাব মানবতার ছায়াতলে।